এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার দরকার: অর্জুন সিং

কামারহাটি পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে বিজেপি নেত্রীর দাদা ৩

কলকাতা ৭ জুলাই ২০২৬ ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.07.2026, Vol. 20 Issue No. 27, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

আর্জেন্টিনা বনাম ইজিপ্ট
(ভারতীয় সময় রাত ৯.৩০)

গতকালের ফলাফল

ব্রাজিল -১ নরওয়ে-২

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

আরজি করে বিনীতদের সাসপেনশনের মেয়াদ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে। তদন্তে ভূমিকা খতিয়ে দেখতে সাসপেন্ড হওয়া তিন আইপিএস আধিকারিক, তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন ডিসি (নর্থ) অভিষেক গুপ্তার সাসপেনশনের মেয়াদ আরও চার মাস বাড়ানো হল। প্রশাসন সূত্রের খবর, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে।

প্রসঙ্গত, আরজি কর ঘটনার সময়ে দায়িত্বে ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন বিনীত গোয়ল। এ ছাড়া ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন অভিষেক গুপ্ত (ডিসি নর্থ) এবং ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় (ডিসি সেন্ট্রাল)। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকার তিন আইপিএস আধিকারিককেই সাসপেন্ড করে। আরজি করের ঘটনায় আদালতের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে সিবিআই। বিনীত, ইন্দিরা এবং অভিষেককে তারা ডেকে পাঠিয়েছিল। গত মাসেই তাঁরা সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেন। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করে সিবিআই।

সাড়ম্বরে পালন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

‘৩৭০ বিলোপেই প্রকৃত সম্মাননা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বক্তব্য, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের মধ্য দিয়েই শ্যামাপ্রসাদের আদর্শকে প্রকৃত সম্মান জানানো হয়েছে।

হিন্দিতে লেখা একটি নিবন্ধ এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের জীবন, আদর্শ ও দেশের প্রতি তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ‘যাঁরা জাতীয়তাবাদকে সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে মেনে দেশসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে চান, তাঁদের কাছে ৬ জুলাই একটি বিশেষ দিন।’ তাঁর মতে, শ্যামাপ্রসাদের সমগ্র জীবন ছিল মাতৃভূমির সেবায় নিবেদিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ অসাধারণ মেধা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং সাহসের মাধ্যমে জনসেবাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়। তাই আরামদায়ক জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি মানুষের কল্যাণের পথকেই গ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার আগে ও পরে দেশের নানা সংকটের সময় শ্যামাপ্রসাদ কখনও নিজের আদর্শ থেকে সরে আসেননি। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যেমন তিনি সরব ছিলেন, তেমনই দেশের মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায়ও তিনি নিরন্তর লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর লেখায় পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গও টেনে আনেন। তাঁর দাবি, বাংলা ভারতের অংশ হিসেবে থেকে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। একইভাবে, কাশ্মীর প্রশ্নেও তিনি আপস করেননি। মোদী লেখেন, ‘জেল তাঁকে থামাতে পারেনি, একাকীত্ব তাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি। তিনি এমন মানুষের জন্যও নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁরা হয়তো কোনওদিন তাঁর আত্মত্যাগের কথা জানতেই পারবেন না।’ এই প্রসঙ্গে তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের মন্তব্যও উদ্ধৃত করেন। বিনোবা ভাবে বলেছিলেন, ‘শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বিশ্বাসের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন।’

ইকো পার্কে প্রস্তাবিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট উচ্চতার মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছবি: অদিতি সাহা

রাজ্যের প্রতি ঘরে শ্যামাপ্রসাদ পূজিত হবেন, এটাই বিজেপির স্বপ্ন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কলকাতার রেড রোড থেকে শুরু করে বিজেপির রাজ্য দপ্তর, একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই তিনি বলেন, ‘‘বিদ্যালয়ের প্রার্থনায় যেমন ‘বন্দে মাতরম’ উচ্চারিত হয়, তেমনই একদিন ঘরে ঘরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও পূজিত হবেন। এটাই বিজেপির লক্ষ্য এবং স্বপ্ন।’’

সকালে রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তরে গিয়েও শ্রদ্ধা জানান জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতাকে। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, ব্লক ও পুরসভায় একযোগে জন্মবার্ষিকী পালনের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বিকেল ৩টায় সর্বত্র কর্মসূচি শুরু হবে এবং কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে হবে মূল অনুষ্ঠান। সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রেখে সাধারণ মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একই মঞ্চ থেকে অমিত শাহ ভাষণ দেবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার প্রশংসা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আজ আমরা ভারতমাতার চরণে আশ্রয় পেয়েছি, তা এই মহামানবের জন্যই সম্ভব হয়েছে। না হলে আমাদের আজকের বাংলাদেশ বা তৎকালীন

পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকতে হতো।’ তিনি অভিযোগ করেন, ‘গত ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকার এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগ ও অবদান মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।’

বর্তমান প্রজন্মের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অংশ হিসেবে রাখার ক্ষেত্রে কার ভূমিকা ছিল, সেই ইতিহাস সকলের জানা প্রয়োজন। শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আগামী দিনে এই রাজ্যের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রণবানন্দের স্বপ্নকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাবে।’

পাশাপাশি, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম এবং রাষ্ট্রগঠনে তাঁর অবদান অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাঠ্যক্রমে শুধু তাঁর জীবনী নয়, পশ্চিমবঙ্গ গঠনে তাঁর ভূমিকা, অখণ্ড ভারতের ভাবনা, দেশপ্রেম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁর অবদান, আইনসভার বক্তৃতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজও স্থান পাবে। শুভেন্দু বলেন, ‘আমি মনে করি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ ও জীবন দর্শন মুদ্রিত, পঠিত এবং চর্চিত হওয়া উচিত।’

তিনি আরও বলেন, ‘আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যপুস্তকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি, দেশপ্রেম, অখণ্ড ভারতের ভাবনা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের রাষ্ট্র পুনর্গঠনে তাঁর অবদান অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগামী প্রজন্মের এই ইতিহাস জানা প্রয়োজন।’

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মিত্র ইনস্টিটিউটের সংস্কারের জন্য তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘এই অর্থবর্ষে বিধায়ক তহবিল থেকে পাওয়া অর্থের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করছি।’ পাশাপাশি অগস্ট মাসের মধ্যেই কলকাতা পুরসভার মাধ্যমে সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলেও আশ্বাস দেন।

পড়ুয়াদের উদ্দেশে শুভেন্দুর বার্তা, ‘‘ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে প্রকৃত সম্মান জানাতে হলে একটাই মন্ত্র মনে রাখতে হবে,‘নেশন ফার্স্ট, নেশন ফার্স্ট, নেশন ফার্স্ট’।’’

‘এটা শুধু মূর্তি না, আদর্শের প্রতীক’

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার এক দিনের সফরে কলকাতায় আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি মিলন মেলার অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর আদর্শ ও অবদানের কথা তুলে ধরেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। সফরের শুরুতে অমিত শাহ ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে যান। সেখানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এই সময় তিনি বলেন, ‘ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার গর্ব এবং ভারতের এক অমর সন্তান। তাঁর আদর্শ আজও আমাদের পথ দেখায়।’

এরপর নিউ টাউনের ইকো পার্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত ১২৫ ফুট উচ্চতার মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপূজার অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, ‘এই মূর্তি শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি শ্যামাপ্রসাদের আদর্শের প্রতীক হয়ে থাকবে। বাংলার যুবসমাজ এখান থেকে অনুপ্রেরণা পাবে।’

সন্ধ্যায় বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, রাজনৈতিক দর্শন এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ‘তিনি বাংলার অখণ্ডতার জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি।’ পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে।’

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। কাশ্মীর-সহ একাধিক জাতীয় ইস্যুতে তাঁর ভূমিকা এখনও স্মরণ করা হয়। তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতায় অমিত শাহের এই সফর সেই উদযাপনকে আরও গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্য বিজেপির মতে, এই সফর সংগঠনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে বিশ্বাসী বহু মানুষও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

কমিশনে প্রতীক-সওয়াল কল্যাণদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (এআইটিসি) নেতৃত্ব ও দলীয় প্রতীক ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে নির্বাচন কমিশনের সামনে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কালীঘাট-তৃণমূল। সোমবার কমিশনের কাছে বিস্তারিত জবাব জমা দেন দলের প্রতিনিধিরা। তাদের দাবি, দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি এবং ২০২৭ সাল পর্যন্ত তা বহাল রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিযোগের ভিত্তিতেই কমিশন দলের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আজ আমরা সেই অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ জবাব জমা দিয়েছি। বিস্তারিতভাবে আমাদের অবস্থান কমিশনের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৭ সাল পর্যন্ত বৈধ।’ এদিন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সাগরিকা ঘোষ।

কমিশনের সামনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০০০ সালে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর দলের গঠনতন্ত্রে সংশোধন আনা হয়। সেই সময় জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ তিন বছর থেকে চার বছর করা হয়।

পরে ২০০৬ সালে আবার সংশোধন করে সেই মেয়াদ পাঁচ বছর নির্ধারণ করা হয়।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘দলের শেষ অভ্যন্তরীণ নির্বাচন হয়েছিল ২০২২ সালে। তাই নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান কমিটির মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। ২০২৫ সালেই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল এবং দলের গঠনতন্ত্রের বিরোধী।’

ধর্ষণের পর খুনের ইঙ্গিত, পুলিশ হেপাজতে ২

তদন্তে বিশেষ দল, সর্বোচ্চ শাস্তিরই আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরের ঘটনায় যুক্ত হলো গণধর্ষণের ধারা। তারই সঙ্গে সোমবার দুই ধৃত প্রভাস মণ্ডল ও দিবাকর সর্দারকে ১৪ দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। বারুইপুরের ঘটনায় একাধিক ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, ২০ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবারই বারুইপুরে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে, বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এই মামলায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে। তিনি বলেন, ‘পরিবার যে বিচার চেয়েছে, তারা সেই বিচারই পাবে। দোষীদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা নেবে।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই আইজির নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া আরও তিনজনকে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, পলাতক অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল।

তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় মোট চারটি পৃথক মামলা হয়েছে, যার মধ্যে গণধর্ষণের অভিযোগও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, তদন্তে সাম্প্রতিক কয়েকটি আলোচিত অপরাধের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও মিল রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে প্রভাস মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়।

কালীঘাটে মমতার মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন : বারুইপুরে নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে মোমবাতি মিছিল করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের বাসভবনের সামনে থেকেই তিনি এই কর্মসূচি শুরু করেন। মিছিলে অংশ নেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরাও। মিছিল শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনা করে। এরপর মমতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখে পৌঁছতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যারিকেড তৈরি করে তাঁর পথ আটকানোর চেষ্টা করে। তবে সেই বাধা সত্ত্বেও মিছিল থেমে থাকেনি। ব্যারিকেড অতিক্রম করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নেমে কর্মসূচি চালিয়ে যান। তাঁর হাতে ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি।

‘মহাসাগর ভিশনে’ ত্রিদেশীয় সফরে মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: ত্রিদেশীয় সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে তাঁর গন্তব্য ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। তাঁর এই সফর ভারতের ‘মহাসাগর ভিশন’কে শক্তিশালী করবে বলেই মনে করেন মোদী। স্বাধীন ও মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিশ্চিত করাই সফরের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সফর শুরু হয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। ইতিমধ্যেই তিনি ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেও গিয়েছেন। জাকার্তাতে অবতরণের আগে ইন্দোনেশিয়ার আকাশসীমায় মোদীর বিমান প্রবেশ করতেই তাঁকে স্বাগত জানায় ইন্দোনেশিয়া সেনার এফ-১৬, সুখোই যুদ্ধবিমান। ইন্দোনেশিয়ার আকাশে যেভাবে মোদীকে স্বাগত জানিয়েছে দুই যুদ্ধবিমান তাতে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী। এদিন জাকার্তা বিমানবন্দরে মোদীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও

সুবিয়ান্তো। দু’জনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, বৈঠকে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘২০১৮ সালে দু’দেশের সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে ভারতের জনগণেরও লাভ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু’দেশের অংশীদারিত্ব যাতে আরও গতিশীল করার যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা আলোচনায় বসব।’

৬-৮ জুলাই সেখানকার সফর সেরে তিনি যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে ৮-১০ জুলাই কাটিয়ে ১০-১১ জুলাই তিনি থাকবেন নিউজিল্যান্ডে। এদিন রওনা হওয়ার আগে মোদী জানিয়েছেন, ‘‘পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এবং এরপর নিউজিল্যান্ডে আমার এই সফর ভারতের ‘অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি’ ও ‘মহাসাগর’ ভিশনের পাশাপাশি একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ভারত- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সুদৃঢ় করবে।’’

দার্জিলিংয়ের পর্যটনে বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা, মিরিকেও ১০০ কোটির প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: উত্তরবঙ্গে পর্যটনের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে দার্জিলিং জেলার জন্য প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। একই সঙ্গে মিরিকের উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি পৃথক প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। শিলিগুড়িতে একটি শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন মন্ত্রী।

শঙ্কর ঘোষ বলেন, দার্জিলিংকে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। সেই ভাবনা থেকেই বড় অঙ্কের উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, মিরিকে নতুন পর্যটন পরিকাঠামো, লেক সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন এবং পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ব্যবস্থা তৈরির কাজ শুরু হবে। তিনি জানান, আগামী দুর্গাপুজোর আগেই প্রকল্পের কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত-এর সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ‘ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন’ নীতির আওতায় কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করছে।

মিরিক প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ মিলবে। বক্তব্যে পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারেরও সমালোচনা করেন শঙ্কর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার পর্যটন খাতে কেন্দ্রের বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি। তাই বাংলার পর্যটনের সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। তিনি আরও বলেন, তাড়াহুড়ো করে নয়, পরিকল্পনা মেনেই উন্নয়নের পথে এগোতে চাই।

শুধু দার্জিলিং নয়, কালিম্পংকে প্রকৃতি ও অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি দিঘায় সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন এবং সুন্দরবনে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের প্রসারেও সরকার জোর দিচ্ছে বলে তিনি জানান। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত পর্যটন ব্যবসায়ীরা দার্জিলিংয়ের যানজট কমাতে নতুন রাস্তা ও রোপওয়ে সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি হোমস্টের মানোন্নয়ন, স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান নিয়ে নতুন পর্যটন সার্কিট তৈরির দাবিও ওঠে। সরকারের দাবি, এইসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন গতি আসবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পাঞ্চলে একাধিক অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা দেশনায়ক ‘ভারত কেশরী’ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার শিল্পাঞ্চলের একাধিক জায়গায় অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ায় তিন নম্বর মিল গেটে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি এদিন স্বাস্থ্য শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ ও অবদান তুলে ধরেন। রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, ভারতীয় মজদুর মঞ্চের রাজ্য সভাপতি বিনয় মণ্ডল, শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, অশোক সিং প্রমুখ। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় দুটি পৃথক জায়গায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। সেখানে হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং, বিজেপির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভাগ কনভেনার সন্দীপ ব্যানার্জি, মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় মালো, যুব নেতা আদিত্য সিং প্রমুখ। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আয়োজিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানেও মন্ত্রী হাজির ছিলেন।

ডিপিএস রুবি পার্কে অত্যাধুনিক এআই ও রোবোটিক্স ল্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) রুবি পার্কে উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক এআই অ্যান্ড রোবোটিক্স ল্যাব। স্কুলের এক অনুষ্ঠানে সাগর আগরওয়াল ও নাতাশা আগরওয়ালের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ল্যাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি হিউম্যানয়েড রোবট, যা মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ের বার্তা তুলে ধরে। বক্তব্য রাখেন এআই বিশেষজ্ঞ ও দ্য কাটিং এজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা অংশ মেহরা। পাশাপাশি ওমদয়াল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির কর্মকর্তারাও ভবিষ্যতের শিক্ষা ও প্রযুক্তির গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা ‘দ্য হিউম্যান অবসোলেসেন্স টেস্ট’ শীর্ষক নাটিকা পরিবেশন করে মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

রাইসের ১৬তম সমাবর্তনে ৪ হাজার কৃতীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি চাকরির বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পরিষেবায় সফল প্রার্থীদের সম্মান জানাতে রবিবার কলকাতার বিশ্ব বাংলা প্রদর্শনী কেন্দ্রে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ‘রাইস এডুকেশন’-এর ১৬তম সমাবর্তন উৎসব। ডব্লিউবিসিএস, এসএসসি, ব্যাংকিং, রেল, বিমা ও পিএসসি-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এদিন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সমাবর্তন উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল নির্বাচিত শীর্ষ সফলদের হাতে পুরস্কার হিসেবে নতুন গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া। অনুষ্ঠানে চারহাজারেরও বেশি বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং সম্মানীয় অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক দেবাশিস সেন। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার শোনেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাইস এডুকেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক (ড.) সমিত রায় বলেন, এই সমাবর্তন উৎসব বহু বছরের অধ্যবসায়, ত্যাগ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিশ্রমের স্বীকৃতি। আজ যাঁদের সম্মানিত করা হচ্ছে, তাঁদের প্রত্যেকের সাফল্য আগামী প্রজন্মের চাকরিপ্রার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে।

২০ বছরের বঞ্চনার অভিযোগ গোলকধাম সেবাশ্রমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত দুই দশক ধরে বঞ্চনা ও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে জয়নগরের গোলকধাম চন্দ্রদায় রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম। সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের সম্পাদক স্বামী নিমাই কৃষ্ণ দাস দাবি করেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সনাতনী ধর্ম প্রচার, গণশিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, যোগচর্চা ও সমাজকল্যাণে দীর্ঘদিন কাজ করলেও সরকারি সহযোগিতা মেলেনি। ভবিষ্যতে নতুন সরকার তাদের দাবি ও সমস্যার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। বৈঠকে

উপস্থিত ছিলেন খোকন পণ্ডিত, আইনজীবী মিতা ব্যানার্জী, ড. সুরেশ আগরওয়াল, প্রণতি সাহা, ড. অরুণ কুমার ও সংগীতা দাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার আশিস বসাক।

গয়না শিল্প নিয়ে আলোচনার জন্য ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি দল রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আইসিসি জুয়েলারি এক্সপোর্ট কমিটির কো- চেয়ারম্যান ও সেনকো গোল্ড মিলিটেডের এমডি শুভঙ্কর সেন, এসএসবিসি কার্যকরী সভাপতি সমরকুমার দে, শ্রীকুঞ্জ এএআই লিমিটেডের শ্রীপল ঢোলাকিয়া এবং জিজেসি জোনাল চেয়ারম্যান সুনীল পোদ্দার।

মূর্তি উন্মোচন থেকে খুদেদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা

আমতলায় জাতীয়তাবাদের বার্তায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী

দেবাশিস দে ● আমতলা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমতলায় একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজচেতনা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বার্তা তুলে ধরল বিভিন্ন সংগঠন। মূর্তি উন্মোচন থেকে শুরু করে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা; বৈচিত্র্যময় এই আয়োজন ঘিরে দিনভর উৎসবের আবহ তৈরি হয় এলাকাজুড়ে।

বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে আমতলার সিংহীর মোড়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবনির্মিত আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক দীপঙ্কর জানা, ফলতা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, জেলা বিজেপির সভানেত্রী সোমা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায় ও অভিজিৎ সরদার-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের ডায়মন্ড হারবার শাখার স্বামী বাসুদেব মহারাজ।

অন্যদিকে, আমতলা-বারুইপুর রোডের মণ্ডল ভিলায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্মারক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি স্মরণসভা। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল খুদেদের নিয়ে ‘যেমন খুশি আঁকো’ প্রতিযোগিতা, যেখানে বহু শিশু ও তাদের অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের

মতে, নতুন প্রজন্মের কাছে দেশপ্রেম, সংস্কৃতি ও মনীষীদের আদর্শ তুলে ধরাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী ত্যাগব্রতানন্দজি মহারাজ। এছাড়াও স্বামীনারায়ণ মন্দিরের মহারাজরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ, জাতীয় ঐক্য এবং সমাজগঠনে তাঁর চিন্তাধারার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। সংগঠনের সভাপতি নিশ্চিন্ত দাস, সম্পাদক রঞ্জিত মণ্ডল ও রথীন ঘোষ জানান, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নয়, আগামী প্রজন্মের মধ্যে ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার বীজ বপন করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Shubham Agarwal, S/o, Ajit Kumar Agarwal, residing at Shree Shyam Niwas, 250/A/6, G.T. Road, Bally Municipalty, Liluah, Howrah-711204, solemnly affirm and declare in the Court of Ld Magistrate 1st Class at Howrah vide Affidavit No. 1052 dated 02nd July 2026 that my name is mistakenly recorded as Shubham Kumar Agarwal son of Ajit Agarwal instead of Shubham Agarwal son of Ajit Kumar Agarwal in madhyamik & Higher Secondary. That Shubham Agarwal S/o, Ajit Kumar Agarwal and Shubham Kumar Agarwal s/o, Ajit Agarwal are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Minu Agarwal, W/o, Ajit Kumar Agarwal, residing at Shree Shyam Niwas, 250/A/6, G.T. Road, Bally Municipalty, Liluah, Howrah-711204, solemnly affirm and declare in the Court of Ld Magistrate 1st Class at Howrah vide Affidavit No. 1051 dated 02nd July 2026 that in my B.A. Certificate/Mark Sheet my name is recorded as Meena Agarwal, in my Marks Statement of Colfild College Bhagamy name is mistakenly recorded as Meena Akumari Agarwal & in the Character Certificate my name is recorded as Meena Kumari instead of my actual and correct name Minu Agarwal. That Minu Agarwal, Meena Agarwal, Meena Akumari Agarwal and Meena Kumari are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Dipak Khiroria,** S/o. Om Prakash Khiroria, Residing at 493/B/2, G.T. Rd. Howrah, PIN code 711102, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as **Dipak Kumar Khiroria** as declared before the First Class Judicial Magistrate,Howrah court, vide affidavit no. 10285, Dated 03/07/2026. **Dipak Khiroria** and **Dipak Kumar Khiroria** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Sancha Oraon,** S/O Late Kalicharan Oraon, residing at R.N. Avenue, South Panshila, P.O. Panshila, P.S. Khardah, Dist.: North 24 Parganas, Kolkata-700112, do hereby declare that in my Aadhar card, Pan card, Voter Card & other relevant documents my correct name have been recorded **"Sancha Oraon".** But my PNB Passbook & my Service book my name wrongly recorded **"Sencha Oraon"** in place of actual name **"Sancha Oraon". "Sancha Oraon"** and **"Sencha Oraon"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barrackpore, North 24 Parganas dt. 08.06.2026.

বিজ্ঞপ্তি-আমমোক্তার নামা

১) মদন ঘোষ, ২) নির্মল ঘোষ, ৩) হারাধন ঘোষ-সকলের পিতা- ৺কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, ৪) কমলা পাঁজা, স্বামী- ৺উমাপদ পাঁজা, ৫) অভিজিৎ ঘোষ, ৬) অনুপ ঘোষ, ৫ ও ৬ নং পিতা- ৺বিশ্বনাথ ঘোষ, সকলের ঠিকানা-খুড়িগাছি, পোঃ-সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী। সকলে যৌথভাবে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং. IV-৯১/ ১১.০৯.২০০৯ আমমোক্তার নামা পত্র বলে জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-খুড়িগাছি, জে.এল. নং.-২০, আর.এস. দাগ নং.- ১৫১৩, ১৫১৪, ১৫২০ এবং ১৫২৮, মোট চারটি দাগে ১৫৮ কাঠা ৭ ছটাক ৩৯ বর্গফুট শালি জমি আমাকে অর্থাৎ বিষ্টুপদ মন্ডল, পিতা- ৺ক্ষিতিশ মন্ডল, ঠিকানা-কলুভাগার, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারকৃত জমি বিক্রয় করিয়াছি।

এতদ্বারা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি

বিষ্টুপদ মন্ডল (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি-আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমত্যা তাপসী ঘোষ, ২) শ্রী শুভেন্দু ঘোষ, ১নং স্বামী এবং ২নং পিতা- ৺সুখেন ঘোষ ওরফে সুখেন কুমার ঘোষ, উভয়ের ঠিকানা-আর.কে. ব্যানার্জী সরনী, পোঃ-মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯। এই দুইজন ব্যক্তিদের থেকে বিগত ইং ২৮.০১.২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-১, হুগলী অফিস থেকে ১৩৪২ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল সূত্রে ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত ৯ নম্বর জে.এল. ভুক্ত মানকুন্ডু মৌজায় আর.এস. ৭৩০ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১১৩০ নং দাগে তথা এল.আর. ৯৩০ নং দাগে কলাবাগন যোলো আনা অংশে ০.৪৭৪ একর জমি আমাকে অর্থাৎ শ্রী অরুন কুমার মন্ডল, পিতা- ৺চিত্তরঞ্জন মন্ডল, ঠিকানা-আর.কে. ব্যানার্জী সরনী, পশ্চিমপাড়া, পোঃ-মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯ কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার বলে জমি বিক্রয় করিয়াছি। ক্রেতাগন স্থানীয় সরকারী দপ্তরে মিউটেশান করিবার জন্য আবেদন করিলে ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি

অরুন কুমার মন্ডল (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী অরুণ পাল, ২)শ্রী রাজ কুমার পাল,** উভয়ের পিতা ৺জগবন্ধু পাল, **৩)শ্রীমতী কমলা পাল,** স্বামী ৺রঞ্জিত পাল, **৪)শ্রীমতী অমৃতা পাল,** স্বামী শ্রী সোমনাথ পাল, **৫)শ্রীমতী প্রনতি নন্দী,** স্বামী সুনীল নন্দী, **৬)শ্রীমতী মানসী দে** স্বামী ৺সুভাষ চন্দ্র দে, **৭)শ্রী তপন পাল,** পিতা ৺দীনবন্ধু পাল, **৮)শ্রীমতী সান্তনা নন্দী,** স্বামী শ্রী তারা শংকর নন্দী, **৯)শ্রীমত্যা হিরন্ময়ী পাল,** স্বামী ৺বিভুতি ভূষন ওরফে গোবর্দ্ধন পাল, **১০)শ্রী প্রণব পাল, ১১)শ্রী সনৎ পাল, ১২)শ্রী অমল পাল, ১৩)শ্রীমতী স্বপ্না নন্দী,** স্বামী সুনীল নন্দী, **১৪)শ্রী গৌতম পাল, ১৫)শ্রী দেবাশীষ পাল** উভয়ের পিতা ৺নিতাই পাল, **১৬)শ্রীমতী মৃদুলা পাল,** স্বামী দীপক পাল, **১৭)শ্রীমত্যা ঝর্ণা পাল,** স্বামী ৺মন্মথ পাল, **১৮)শ্রী অরিন্দম পাল, ১৯)আলপনা পাল** উভয়ের পিতা ৺মন্মথ নাথ পাল, **২০)শ্রীমতী কল্পনা ব্যানার্জী,** স্বামী শ্রী প্রনব ব্যানার্জী, **২১)শ্রীমতী অঞ্জনা দাস,** স্বামী অশোক দাস, **২২)শ্রী বিষ্টুপদ পাল, ২৩)শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র পাল,** সকলের পিতা ৺গৌর মোহন পাল মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 03/02/2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00026/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ** স্বামী শ্রী শ্যামল কুমার ঘোষ, সাকিম সাহাগঞ্জ পুলিশ আবাসন, কোয়ার্টার নং এ/১১, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 08/05/2018 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01727/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী পলি মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রহ্লাদ মন্ডল, সাকিম নওপুকুরিয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৩, মহাশয়াকে ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৮, ৪৫১/১, ৫৬৬, ৭০১, ৮২৮, ১০২৭, ১২২০, ১৭৩২ ও ১৯৫৯ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ১১০২ তথা হাল এল.আর. ৩৫০৩ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০.২৩০ একর তন্মধ্যে 02 কাঠা বা কমবেশী ০.০৩৩ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী পলি মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রহ্লাদ মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

--- **শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ, আমমোক্তার**

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে **জানে আলম মোল্লা,** পিতা-পিলতন আলি মোল্লা, সাং- ৭৯/৩এ সত্যেন রায় রোড, পোঃ+ থানা- বেহালা, কোলকাতা-৭০০০৭৪- **মোঃ রাকিব লস্কর @ রাকিবুদ্দিন লস্কর,** পিতা- আসরফ লস্কর, সাং-উত্তর কুসুম, থানা-উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৭৫ কে আমমোক্তার নামা নং-৬৮৯/২০১৯, তাং-১৭.১০. ২০১৯, ডি.এস.আর-IV দক্ষিণ ২৪ পরগনা মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে **আসমিনা বিবি,** স্বামী- রাকিবুল লস্কর মিউটেশন কেস ফাইল করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র নোটীশের ১৫ দিনের মধ্যে বি.এল এন্ড এল.আর.ও- গড়বেতা-৩ মোকামে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। **তপশীলঃ**- মৌজা- আমশোল, জে.এল.নং- ৯১৩ দাগনং– আর.এস-১, এল.আর-১ ১/১১৭৯ খতিয়ান নং- ৩৪৯/২, পরিমান-২.০০একর

Susanta Kumar Jana (Advocate)
Midnapore Judges' Court,
Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪,

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই জুলাই, ২২ শে আষাঢ়, মঙ্গল বার । কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ, সকাল ৮/৫৩ র পর একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শহীদ দীনেশ গুপ্ত র শহীদ দিবস। পুন্যতরা গঙ্গা স্নান)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ জুলাই ২০২৬, ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার

ডিসির অফিসে বিপুল অর্থ তছরুপের অভিযোগ সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের অফিসেই বিপুল টাকা তছরুপের অভিযোগ। ১১২টি জাল বিল তৈরি করে কলকাতা পুলিশের ৫১ লাখ টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে এক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রায় চার বছর ধরে কলকাতা পুলিশের ইস্ট ডিভিশনের সদর দপ্তর ডিসি (ইস্ট) ডিভিশনেই ঘটে চলেছে এই ঘটনা। এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, পুলকেন্দু ঘোষ নামে আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্টের এই কীর্তি সামনে আসে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর। সরকারি অ্যাকাউন্টের বদলে ভুয়ো বিল ব্যবহার করে নিজের দু'টি অ্যাকাউন্টে ওই বিপুল টাকা পাঠিয়েছেন ওই আধিকারিক। লালবাজার এই ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্তের পর পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তারই ভিত্তিতে পুলকেন্দু ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিপুল টাকা তছরুপের ব্যাপারে লালবাজারের কাছে অভিযোগ আসে। গত মাসে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সদর) এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য নির্দেশ দেন। ডিসি (ইডি)-র নির্দেশে পুলিশের একটি

টিম গত ১৫ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত টানা এই ব্যাপারে তদন্ত করে। অভিযোগ ওঠে, ২০২২ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অভিযুক্ত পুলকেন্দু ঘোষ ১১২টি জাল বিল তৈরি করেন। এর মধ্যে ৮৮টি ভুয়ো বিল দেখিয়ে তিনি ৪০ লাখ ৩৩ হাজার ২৯০ টাকা নিজের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠান। বাকি ২৪টি ভুয়ো বিলের মাধ্যমে ১০ লাখ ৬৮ হাজার ২৫৫ টাকা 'হাতিয়ে' পাঠানো হয় অন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, যেটি রয়েছে পুলকেন্দুর মায়ের নামে। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, পুলকেন্দুর উপর ঠিকাদার ও বিভিন্ন সরবরাহকারীদের বিল তৈরি করে সেই বিপুল টাকা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই তিনি চার বছর ধরে ওই ৫১ লাখ টাকার ভুয়ো বিল তৈরি করে তা পাস করিয়ে নেন।

পাশাপাশি লালবাজার সূত্রে এও জানা গেছে, তদন্ত শুরুর পর ডেটাবেসেও বেশ কিছু কারচুপি সামনে আসে। জানা যায়, এইচআরএমএস সিস্টেম থেকে অভিযুক্ত ওই আধিকারিক আসল ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ডেটাবেস, যেখানে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য ছিল, তা উড়িয়ে দেন। ফলে এই সিস্টেমে তাঁদের রেকর্ড আর থাকে না। অনেক সময়ই তাঁদের নাম সিস্টেমে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ওই ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জায়গায় পুলকেন্দু নিজের ও তাঁর মায়ের অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেন। এমনভাবে তা দেওয়া হয়েছিল যে, চার বছরেও জালিয়াতি ধরা পড়েনি। পুরো টাকা জমা পড়তে শুরু করে পুলকেন্দুর নিয়ন্ত্রিত দু'টি অ্যাকাউন্টেই। যদিও বিল তৈরি করা হত ওই সরকারি ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের নামেই। তার জন্য তাঁদের ভুয়ো স্ট্যাম্প, জাল নথি তৈরি করা হয়। এই ভুয়ো বিলগুলি পুলিশ উদ্ধারও করেছে। ইস্ট ডিভিশনের ওই দপ্তরের অন্য আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারেন যে, পুলকেন্দু এতটাই 'অবাধ্য ও অহংকারী' ছিলেন যে, তাঁকে প্রশ্ন করার সাহস কেউ পেতেন না। তদন্তের সময় চারটি ঠিকাদারি সংস্থার কর্ণধারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁরা জানান যে, তাঁদের বিল মেটানো হয়নি। অথচ তদন্ত করে দেখা যায়, তাঁদের পাওনা বিলের টাকা পুলকেন্দু ও তাঁর মায়ের অ্যাকাউন্টেই গিয়েছে। যেহেতু পুলকেন্দু নিজের দপ্তরে সবথেকে উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাই কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেননি। জেরার মুখে তিনি টাকা তছরুপের বিষয়টি স্বীকারই করে নেন। যদিও তদন্তে কয়েকজন পদস্থ আধিকারিকের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কামারহাটি পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে বিজেপি নেত্রীর দাদা

দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের দায়িত্ব, সেখানে রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়। একই সঙ্গে কামারহাটির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে জেলা নেতৃত্বের কাছে বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়েছেন তিনি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার মুরলীধর সেন লেনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শমীক বলেন, কামারহাটিতে কী হয়েছে, সেই বিষয়ে দল এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। কেউ যদি বিজেপির নাম ব্যবহার করে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে চান, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সবাই সংযত থাকুন।

তিনি আরও বলেন, পুরসভার অচলাবস্থা দূর করা সরকারের দায়িত্ব। সরকারের কাজ পার্টি করবে না। সরকার আর দল এক বিষয় নয়। তাঁর এই মন্তব্যকে দল ও প্রশাসনের ভূমিকার মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানার বার্তা হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। সম্প্রতি, কামারহাটি

পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহার পদত্যাগের পর নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বৈঠকে উপস্থিত কাউন্সিলরদের সমর্থনে নির্দল কাউন্সিলর সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের দাদা। এরপর থেকেই বিরোধী মহলে জল্পনা শুরু হয়, এই পরিবর্তনের পিছনে বিজেপির ভূমিকা রয়েছে। সেই জল্পনার মধ্যেই দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান স্পষ্ট করলেন শমীক। তিনি জানান, জেলা নেতৃত্বকে গোটা ঘটনার রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নেতা বা মন্ত্রীর কথাতেই সব হবে না। সংগঠনের নিজস্ব নিয়ম আছে, সেই নিয়ম মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বর্তমানে ৩৫ সদস্যের কামারহাটি পুরসভায় কার্যকর সদস্য সংখ্যা ২৭। চার কাউন্সিলরের মৃত্যু ও চারজনের পদত্যাগের ফলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শেষ বোর্ড বৈঠকে ২৫ জন কাউন্সিলরের সমর্থনেই নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিজেপির অবস্থান আরও স্পষ্ট হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার দরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা দেশনায়ক 'ভারত কেশরী' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী সোমবার রাজ্যজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হয়। মহান এই দেশনায়কের জন্মদিনেই পাঠ্য পুস্তকে তাঁর অবদান অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবি করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গভূমিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অন্যথায় এটা পাকিস্তান হয়ে যেত। মন্ত্রীর দাবি, হিন্দুরা বাংলায় ২০২৬ সালে স্বাধীন হয়েছে। এর আগে এখানে মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর এই বহুমুখী জীবন এবং আদর্শ তুলে ধরতে হবে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মোদীজির নেতৃত্বে গোটা দেশে সনাতনীরা এককাট্টা

হয়েছেন। প্রসঙ্গত, সেবাশ্রয় শিবির নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একাধিক থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, সেবাশ্রয় শিবিরের নামে কোটি কোটি টাকা তছরুপ করেছেন অভিষেক ব্যানার্জি। তাঁর দাবি, অভিষেক গোটা বাংলা জুড়ে টাকা লুটেছে। এখন অভিষেক লন্ডন কিংবা আমেরিকা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু অভিষেক এখনও কেন জেলের বাইরে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে বাংলা ছবি 'শ্যামা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর জীবন, আদর্শ এবং রাজনৈতিক দর্শনকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে নতুন বাংলা চলচ্চিত্র 'শ্যামা'। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুচন্দ্রা ভানিয়া ও চন্দ্রোদয় পাল। নির্মাতাদের দাবি, এটি শুধু একটি জীবনীভিত্তিক ছবি নয়, বরং স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং দেশভাগের ইতিহাসকে নতুনভাবে তুলে ধরার প্রয়াস।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ সালের ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে ছবির

কাহিনি এগোবে। দেশভাগ, জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ এবং নতুন ভারত গঠনের নানা দিক এই ছবিতে উঠে আসবে। নির্মাতাদের মতে, 'শ্যামা' নামটির মধ্যেই রয়েছে দ্বৈত তাৎপর্য। একদিকে এটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামের স্মারক, অন্যদিকে মাতৃভূমি ও চিরন্তন ভারতের প্রতীক হিসেবেও এই নাম ব্যবহৃত হয়েছে। ছবিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তুলে ধরা হবে, যিনি নিজের আদর্শে অটল ছিলেন এবং উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একই সঙ্গে দেশের ঐক্যের প্রশ্নে তাঁর অবস্থানও গুরুত্ব পাবে। তাঁর বিখ্যাত স্লোগানও ছবিতে স্থান পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই নিশান; চলবে না। নির্মাতাদের বক্তব্য, 'শ্যামা' কেবল একটি জীবনীচিত্র নয়; এটি আদর্শ, সাহস, আত্মত্যাগ এবং ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। পরিচালক সুচন্দ্রা ভানিয়া ও চন্দ্রোদয় পাল জানান, ইতিহাস শুধু কিছু তারিখের সমষ্টি নয়, ইতিহাস তৈরি করেন সেই মানুষরা, যাঁরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে আদর্শকে বেছে নেন। 'শ্যামা'র মাধ্যমে আমরা সেই সংগ্রামের গল্পই দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যাতে তাঁরা উপমহাদেশের ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারেন।

ছবির নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পরিচালকদের বক্তব্য, 'শ্যামা' যেমন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামের অংশ, তেমনই মা কালীরও এক নাম। এই দুই অর্থই ছবির আবেগের মূল ভিত্তি। কলকাতা যেমন শ্যামার আশীর্বাদে রক্ষিত, তেমনই এই শহরের এক সন্তান ইতিহাসের কঠিন সময়ে নিজের আদর্শের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সুচন্দ্রা ভানিয়া বলেন, বৃহৎ ক্যানভাসে আমরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ভয়াবহতা, উদ্বাস্তু মানুষের অসীম কষ্ট এবং সেই সময়ের আদর্শগত সংঘাতকে তুলে ধরতে চাই। এই ঘটনাগুলি অসংখ্য মানুষের জীবন চিরদিনের জন্য বদলে দিয়েছিল। চন্দ্রোদয় পালের কথায়, 'শ্যামা' ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এটি মূলত অতীতকে সিনেমার ভাষায় নতুনভাবে অনুভব করার প্রয়াস। এই ছবি দর্শকদের ভাবতে, আলোচনা করতে এবং ইতিহাসকে আরও মানবিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে উৎসাহ দেবে। এটি দৃঢ়তা, আদর্শ এবং ভারতের সভ্যতার চেতনার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। তবে ছবিতে কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও ঘোষণা করেননি নির্মাতারা।

নিম্নচাপের মধ্যেও চলছে মূর্তি বানানোর কাজ। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টিতে আজও ভিজবে কলকাতা, জানাল আলিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে বিগত কয়েকদিন ধরেই কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। আপাতত তা থেকে মুক্তি নেই দক্ষিণবঙ্গের। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে ঝাড়খণ্ডে গভীর রয়েছে নিম্নচাপ। সেই কারণে আরও বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও দমকা হাওয়াও বইতে পারে। হাওয়া অফিস বলছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরবর্তী দু'দিন, অর্থাৎ বুধ ও বৃহস্পতিবারেও বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই গভীর নিম্নচাপের প্রভাব দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে চলতি সপ্তাহের প্রায় পুরোটা সময়ই থাকবে। জেলায় জেলায় দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টি চলবে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাত থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে। নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা আরও বেড়েছে।

এদিকে সোমবার কলকাতায় সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। লাগাতার বৃষ্টিতে ভাসছে কলকাতা। ভোর থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে একাধিক এলাকায় জলও জমে যায়। বেশ কয়েকটি জায়গায় ভেঙে পড়েছে গাছ। যার জেরে সকাল থেকেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। জল জমে থাকায় ট্র্যাফিকের গতিও বেশ কিছুটা ধীর। তবে বৃষ্টি হলেও আপাতত আবহাওয়ায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই বলেই জানাচ্ছে আলিপুর। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী দিন কয়েক কলকাতার আকাশ থাকবে মেঘলা। সঙ্গে দু'এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি কমলেই শহরে পাল্লা দিয়ে বাড়বে ভ্যাপসা গরম।

আর এই একটা নিম্নচাপেই কমে গিয়েছে দেশের অর্ধেক বৃষ্টির ঘাটতি। ২০ শতাংশে নামল দেশের বর্ষা-ঘাটতি। জুন-শেষে দেশে বর্ষা ঘাটতি ছিল ৪০ শতাংশ। নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সর্বাধিক ভোলবদল ওড়িশায়। ৪৭ শতাংশ ঘাটতি মুছে ওড়িশায় এখন ২২ শতাংশ বৃষ্টি উদ্বৃত্ত। ঘাটতি কমেছে মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ছত্তিশগঢ়েও। তবে, দক্ষিণবঙ্গে ৮ শতাংশ ঘাটতি কমলেও কিছু জেলায় এখনও উদ্বেগ রয়েছে। এখনও পুরুলিয়ায় ৪১ শতাংশ ঘাটতি, মুর্শিদাবাদে ৩৯ শতাংশ ঘাটতি থাকছে। বীরভূম-ঝাড়গ্রামে ৩৬ শতাংশ ঘাটতি, নদিয়ায় ২২ শতাংশ ঘাটতি। বিপুল ঘাটতি মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও।

এর মধ্যে আবার সাময়িক বিরতি কাটিয়ে ফের অতি-ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের। আর এই অতি ভারী বৃষ্টির জেরে দুর্যোগের আশঙ্কা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। নিম্নচাপ স্থলভাগে ঢুকে যেতেই উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি। বুধবারে উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি। চরম ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। হাওয়া অফিস এও বলছে, একদিনে ২০০ মিমি-র বেশি বৃষ্টি হতে পারে ডুয়ার্স সংলগ্ন পাহাড়ে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরের ৫ জেলায় কমলা সতর্কতা। আর এর জেরে পাহাড়ি রাস্তায় ফের ধসের আশঙ্কা। পাহাড়ি নদীতে আচমকা হড়পা বানের আতঙ্ক।

২৪ জুলাই বাংলার তিন রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচন, প্রকাশিত হল কমিশনের নির্ঘণ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শূন্য রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, চলতি মাসের ২৪ তারিখে ভোটগ্রহণ হবে। একই দিন বিকেলেই ভোটগণনা করা হবে। সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইক পদত্যাগ করায় এই তিনটি আসন খালি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ ৭ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। ১৪ জুলাই পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ১৫ জুলাই মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে। দলীয় প্রার্থীরা ১৭ জুলাই পর্যন্ত নিজেদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করার সুযোগ পাবেন। ২৪ জুলাই সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোট হবে এবং বিকেল ৫টা থেকে গণনা শুরু হবে। পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে কমিশন।

যদিও ঘোষিত তিনটি আসনের মেয়াদ এক নয়। সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশচিক বরাইকের আসনের মেয়াদ রয়েছে ২০২৯ সালের ১৮ অগস্ট পর্যন্ত। অন্যদিকে সুস্মিতা দেবের আসনের মেয়াদ শেষ হবে ২০৩০ সালের ২ এপ্রিল। ফলে উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীরা নতুন পূর্ণ মেয়াদ নয়, সংশ্লিষ্ট আসনের অবশিষ্ট সময়ের জন্যই রাজ্যসভার সদস্য থাকবেন।

এই নির্বাচন সাধারণ ভোটারদের মাধ্যমে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচিত বিধায়করাই ব্যালটের মাধ্যমে নতুন সাংসদ নির্বাচন করবেন। বর্তমান বিধানসভার সংখ্যার হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় রাজনৈতিক মহলের ধারণা, তিনটি আসনেই শাসক দলের প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। ভোটের নিয়ম সম্পর্কেও কমিশন বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। ব্যালটপত্রে ভোট দেওয়ার সময় শুধুমাত্র রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া নির্দিষ্ট বেগনি রঙের স্কেচ পেন ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোনও কলম বা কালি ব্যবহার করলে সেই ভোট বাতিল হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য, নির্ধারিত নিয়ম মেনে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে এই উপনির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

পুজোর আগে তিন নতুন এসি বাস রুট, গণপরিবহণে স্বস্তি বাড়ানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগে শহর ও শহরতলির গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে তিনটি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বাস রুট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আগামী কয়েক মাসে আরও শতাধিক নতুন বাস রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের আশা, এতে প্রতিদিনের যাত্রীদের যাতায়াত আরও আরামদায়ক ও সহজ হবে। নতুন রুটগুলির মধ্যে এসি-৫৮ বাস চলবে ইকোস্পেস থেকে সোনারপুর পর্যন্ত। এসি-২৪ পরিষেবা যুক্ত করবে পাটুলি ঢালাই ব্রিজ ও হাওড়া স্টেশনকে। এছাড়া এসি-৫৭ বাস চলবে কল্যাণীর বড় জাগুলি মোড় থেকে করুণাময়ী পর্যন্ত। এই তিনটি রুট চালু হলে অফিসযাত্রী এবং দূরপাল্লার বহু নিত্যযাত্রী সরাসরি সুবিধা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে আরও সহজ, দ্রুত ও আরামদায়ক করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণা এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার কাজ চলছে। তিনি আরও জানান, এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ধাপে

ধাপে প্রায় ৪৭০টি নতুন ইলেকট্রিক, সিএনজি ও ডিজেলচালিত বাস পরিষেবায় যুক্ত করা হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাস পরিষেবার পাশাপাশি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট এবং থিয়েটার রোড এলাকায় ডিজিটাল বাসস্ট্যান্ড ও আধুনিক ডিজিটাল হোর্ডিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন এসি বাস পরিষেবা চালু হলে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কিছুটা কমতে পারে। একই সঙ্গে শহর ও শহরতলির যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। পুজোর সময় অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামলাতেও এই নতুন পরিষেবাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তাঁদের মত।

সম্পাদকীয়

ই-২০ পেট্রোল নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো রুখতে চাই আরও জোরদার প্রচার

গাড়ির জ্বালানি হিসেবে মোদি সরকার বাজারে এনেছে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বা ই-২০ পেট্রোল। এই কয়েকদিনেই যা নিয়ে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে আম জনতার মধ্যে। কারণ, স্বার্থান্বেষীদের একাংশের প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। রবিবার এর প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধরনায় বসে টিম ভারত নামে এক সংগঠন। কংগ্রেসও এর জন্য মোদি সরকারের সমালোচনায় নেমে পড়েছে। এই আবহে রাজ্যে চলতি সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ই-২০ পেট্রোল বিক্রি। ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে এই নিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, এতে গাড়ির কোনও ক্ষতি হবে না। পরিবেশ দূষণ কমবে। পেট্রোল আমদানিও কমবে। ফলে বাঁচবে বিপুল অঙ্কের বিদেশি মুদ্রা। কিন্তু তারপরও সোশ্যাল মিডিয়ায় ই-২০ পেট্রোল নিয়ে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি বাড়ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা জোর করে এই নতুন জ্বালানি চালু করেছে। তারা বলছেন, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির বিরোধিতা করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং পর্যাপ্ত বিকল্পের ব্যবস্থা না করেই ই-২০ পেট্রোল বাজারে আনা হয়েছে। দেশের জ্বালানি সংকট কাটাতে বহুদিন ধরেই ইথানল মিশ্রিত জ্বালানিতে জোর দিচ্ছে মোদি সরকার। আগামী দিনে স্রেফ ইথানলের ভরসাতেই গাড়ি চালানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের উপর নির্ভরতা কমাতেই ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এই ইথানল নিয়ে এর মধ্যেই অভিযোগের পাহাড় জমেছে। গ্রাহকদের একাংশের অভিযোগ, ইথানলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাইলেজ কমে যাচ্ছে। অটোমোবাইল ও জ্বালানি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ই-২০ র পক্ষে সওয়াল করছেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্ধারিত মানদণ্ড মেনেই এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, ই-২০ ব্যবহারে গাড়িতে বড় ধরনের কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো, জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এখন এই প্রচার আরও জোরদার করা দরকার।

শব্দছক ২১০

রবি দাস

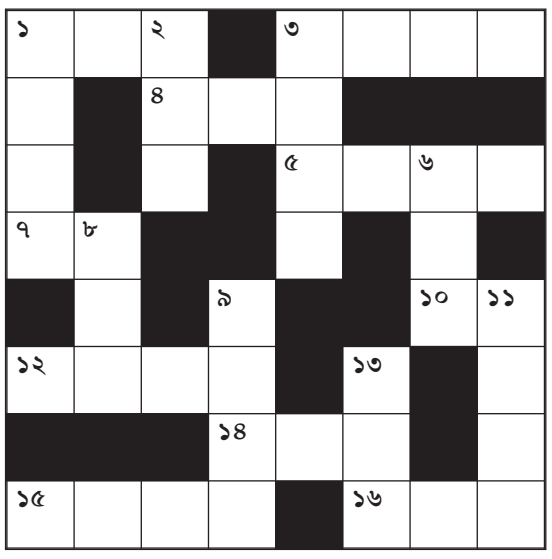

পাশাপাশি: ১. যে চালায় ৩. শ্রীকৃষ্ণ ৪. সবকিছু ৫. মুগ্ধকরণ ৭. অল্প ১০. আনন্দ ১২. বাবর-পুত্র ১৪. পৃথিবীপৃষ্ঠ ১৫. ইতরের মতো ব্যবহার ১৬. এক ভারতীয় নৃত্যধারা

ওপর-নিচ: ১. চতুষ্পার্শ ২. অ-বাংলাভাষায় দিব্যি ৩. বাস্তবসম্মত ৬. পরিপাক ৮. মাহাত্ম্য ৯. জঙ্গলাকীর্ণ স্থলভাগ ১১. জগৎ-সম্বন্ধিয় ১৩. চূর্ণ কুন্তল

সমাধান ২০৯ — পাশাপাশি: ১. বিশারদ ৪. নাগর ৬. নাল ৭. রশনা ৯. রামায়নগান ১০. কণিকা ১৪. আনন ১৬. নয়নাভিরাম ১৯. রনজি ২০. বাহ ২১. বিভেদ ২২. তরবারি

ওপর-নিচ: ১. বিনায়ক ২. শাল ৩. দরমা ৪. নানান ৫. রদন ৮. শয়ন ৯. রাকা ১০. গাজন ১২. নির্দয় ১৩. গাভিন ১৪. আম ১৫. নরহরি ১৬. নবাবি ১৭. নারদ ১৮. রাজিত ২০. বাবা

আজকের দিন

■ ২০০৫ — ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীরা তিনটি লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন এবং একটি দোতলা বাসে সমন্বিত আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়।

■ ১৯৯৯ — কারগিল যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেন।

■ ১৯৩৭ — বেইজিংয়ের কাছে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

জন্মদিন

১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কৈলাস খেরের জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মদিন।*

মহেন্দ্র সিং ধোনি

বিকশিত ভারত-২০৪৭

স্বপ্নপূরণের রূপরেখা ও বাস্তবায়নের কঠিন জমি

সুনীল মাইতি

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল; তখন ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট একটি তলাহীন ঝুড়ির অর্থনীতি থেকে আজকের এই জায়গায় পৌঁছানো কম বড়ো কৃতিত্ব নয়। তবে ইতিহাস যেমন অতীতকে মনে রাখে; ভবিষ্যৎ কিন্তু দাবি করে বর্তমানের সঠিক পরিকল্পনা। ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই শতবর্ষকে সামনে রেখে ভারত বর্ষ সরকারের বর্তমান স্লোগান এবং লক্ষ্য হলো; 'বিকশিত ভারত- ২০৪৭'। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক স্লোগান নয়; বরং ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের এক সম্মিলিত স্বপ্ন। লক্ষটি স্পষ্ট আগামী দুই দশকের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানে 'উন্নত দেশে' (Developed Nation) রূপান্তরিত করা। কিন্তু এই স্বপ্নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপরেখা কেমন? আর তার চেয়েও বড়ো কথা; এই লক্ষ্য ছোঁয়ার পথে কি কি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে?

একটি দেশকে 'উন্নত (Developed) তকমা পেতে হলে তার মাথাপিছু আয় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছাতে হয়। বিশ্ব ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী; উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় ঢুকতে গেলে মাথাপিছু বার্ষিক আয় অন্তত ১৪ হাজার ৫ মার্কিন ডলার বা তার বেশি হতে হবে। বর্তমান ভারতের মাথাপিছু আয় প্রায় ২৫০০ ডলারের কাছাকাছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে যদি ভারতকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হয়; তবে আগামী দুই দশক ধরে দেশের অর্থনীতিকে বার্ষিক প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ হারে লাগাতার বৃদ্ধি পেতে হবে। বর্তমানের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা; বিশ্ববাজারে মন্দা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এক মস্ত বড়ো পরীক্ষা।

অর্থনীতির এই বৃদ্ধি কেবল জিডিপি (GDP)-র অঙ্কে আটকে থাকলে চলবে না। ভারতকে তার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতার খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' (Make-Inéôé India) বা 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর মতো উদ্যোগগুলোকে শুধু ভারী শিল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেমিকন্ডাক্টর; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI); গ্রীন এনার্জি বা সবুজ শক্তি এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং (Quantum Computing)- এর মতো ভবিষ্যৎ- প্রযুক্তির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ভারত আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি; কিন্তু একে যদি তৃতীয় বা তৃতীয় স্থানে নিয়ে যেতে হয়; তবে বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং লজিস্টিকস খরচ (পণ্য পরিবহন ব্যয়) বর্তমানের ১৩- ১৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে উন্নত দেশগুলোর মত ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা জরুরি।

ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি তার 'ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ড' (Demographic Dividend)' বা জনমিতির লভ্যাংশ। আমাদের দেশের গড় বয়স এখন মাত্র ২৮ থেকে ২৯ বছর; যা চীন; জাপান বা ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। যেখানে বিশ্বের একটি বড়ো অংশ বুড়িয়ে (Ageing) যাচ্ছে; সেখানে ভারতের কাছে রয়েছে তরতাজা যুবশক্তি। কিন্তু এই যুবশক্তি 'সম্পদ' (Resource) হয়ে উঠবে; যখন তাদের হাতে থাকবে সঠিক শিক্ষা এবং আধুনিক কর্মসংস্থান। অন্যথায় এই বিপুল বেকার যুবসমাজ দেশের জন্য এক বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

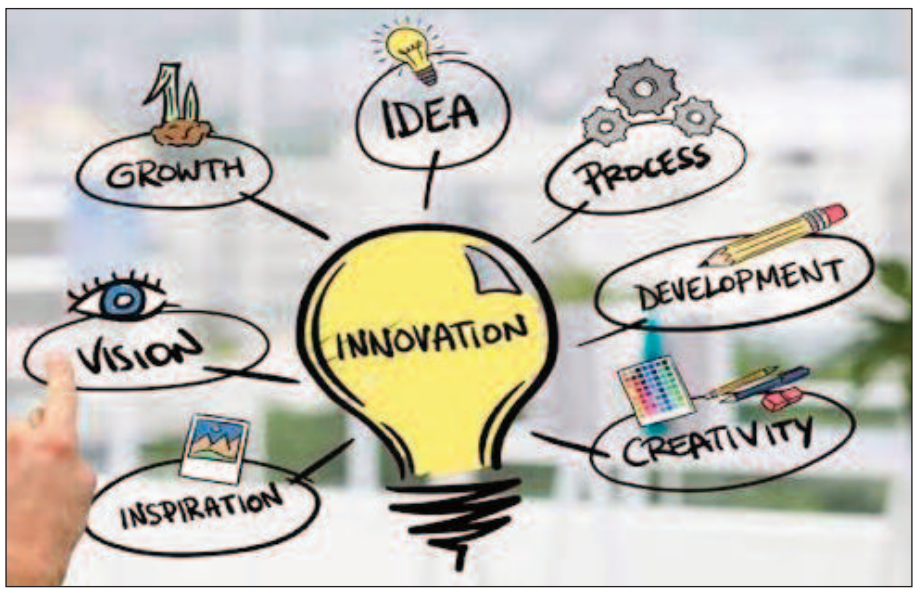

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তার সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে না পৌঁছায়। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই সফল হবে; যখন দেশের গ্রামীণ ও নগর জীবনের খাড়াই ফাটলটা বুজিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। ভারতের একটা বড় অংশ এখনোও কৃষির উপর নির্ভরশীল; অথচ জিডিপিতে (GDP) কৃষির অবদান দিন দিন কমছে। কৃষিতে আধুনিকীকরণ; কোল্ড স্টোরেজ চেইনের উন্নয়ন এবং কৃষকদের সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো না গড়লে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না। এর পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মক্ষেত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ। ভারতের কর্মক্ষম মহিলাদের একটা বিরাট অংশ এখনোও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারের বাইরে রয়ে গেছেন। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়; সেখানে জিডিপিতে মহিলাদের অবদান এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত বেশি। বিকশিত ভারত গঠনে নারীশক্তিকে কেবল সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে দেখলেই চলবে না; তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল অংশীদার করে তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা; মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং সমান মজুরি নিশ্চিত করা এর অন্যতম পূর্বশর্ত।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির বাজারে প্রথাগত ডিগ্রি দিয়ে চাকরি পাওয়া কঠিন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা, সর্বত্র গবেষণামূলক (Research oriented) এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার (Vocational) প্রসার ঘটাতে হবে। 'স্কিল ইন্ডিয়া' মিশনকে আরোও বাস্তবমুখী করতে হবে যাতে ভারতের যুব সমাজ ভারতের বাজারে নয়; বিশ্ববাজারেও নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে। ২০৪৭- এর বিকশিত ভারতের অন্যতম স্তম্ভ হতে হবে এমন এক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী; যারা প্রযুক্তির রূপান্তরের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তার সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে না পৌঁছায়। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই সফল হবে; যখন দেশের গ্রামীণ ও নগর জীবনের খাড়াই ফাটলটা বুজিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। ভারতের একটা বড় অংশ এখনোও কৃষির উপর নির্ভরশীল; অথচ জিডিপিতে (GDP) কৃষির অবদান দিন দিন কমছে। কৃষিতে আধুনিকীকরণ; কোল্ড স্টোরেজ চেইনের উন্নয়ন এবং কৃষকদের সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো না গড়লে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না।

এর পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মক্ষেত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ। ভারতের কর্মক্ষম মহিলাদের একটা বিরাট অংশ এখনোও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারের বাইরে রয়ে গেছেন। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়; সেখানে জিডিপিতে মহিলাদের অবদান এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত বেশি। বিকশিত ভারত গঠনে নারীশক্তিকে কেবল সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে দেখলেই চলবে না; তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল অংশীদার করে তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা; মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং সমান মজুরি নিশ্চিত করা এর অন্যতম পূর্বশর্ত।

একবিংশ শতাব্দীর উন্নত দেশ হওয়ার সংজ্ঞা বিংশ শতাব্দীর মত নয়। আজ আমরা এমন এক সময় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এক রূঢ় বাস্তব। তাই বিকশিত ভারতের পথকে অবশ্যই হতে হবে 'সবুজ ও পরিবেশবান্ধব' (sustainable development)। কয়লা বা খনিজ তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভারতকে সৌরশক্তি; বায়ুশক্তি এবং গ্রীন হাইড্রোজেনের মতো নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হতে হবে। ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের 'নেট জিরো' (কার্বন নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনা) অর্জনের যে লক্ষ্য রয়েছে; ২০৪৭ সাল হবে তার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পরিবেশকে ধ্বংস করে যে উন্নয়ন আসে; তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এই সত্য মাথায় রেখেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

'বিকশিত ভারত- ২০৪৭' কোনো অলীক কল্পনা নয়; এটি একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য। তবে এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সদিচ্ছা; আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত সুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় নীতির ধারাবাহিকতা।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী; কারণ দিল্লির নীতি তখনই সফল হবে যখন তা প্রত্যন্ত গ্রামের পঞ্চায়েত স্তরে বাস্তবায়িত হবে।

স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারত যখন পা রাখবে; তখন বিশ্বমঞ্চে তার পরিচয় শুধু একটি বড়ো বাজার হিসেবে থাকবে না; বরং থাকবে একটি আত্মবিশ্বাসী; জ্ঞানভিত্তিক এবং মানবিক সমাজ ও বিশ্বশক্তিরূপে। এই যাত্রাপথ মসৃণ নয়; পদে পদে বাধা আসবে। কিন্তু ১৪০ কোটি ভারতবাসীর যৌথ দায়বদ্ধতা; উদ্ভাবনী শক্তি এবং কঠোর পরিশ্রম যদি সঠিক দিশা পায়; তবেই ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত কেবল ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায় লিখবে না; বরং সমগ্র মানবজাতির সামনে এক নতুন মডেলে পরিণত হবে। এখন থেকে প্রতিটি দিন; প্রতিটি নীতি এবং প্রতিটি পদক্ষেপ হোক সেই পরম লক্ষ্যের অভিমুখে।

কোট-আনকোট

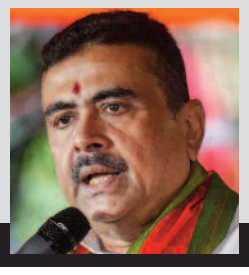

পাঠ্যসূচিতে যোগ করা হবে শ্যামাপ্রসাদ, বাদ পড়বে মমতার টাটা-বিতাড়ন আন্দোলন!

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘বেঁচে থাকতে ছেলের খুনিদের শাস্তি দেখতে চাই’

নতুন সরকারের কাছে আবেদন বরুণ বিশ্বাসের বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ‘বেঁচে থাকতে ছেলের খুনিদের শাস্তি দেখতে চাই।’ নতুন সরকারের উপরে আস্থা রেখে বললেন বরুণ বিশ্বাস এর বৃদ্ধ বাবা। অন্যদিকে বরুন বিশ্বাসের হত্যার বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা সুটিয়ার প্রতিবাদী মঞ্চের। উত্তর ২৪ পরগণা গাইঘাটার সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের ১৪তম মৃত্যু বার্ষিকী রবিবার ২০১২ সালের ৫ জুলাই খুন হয়েছিল বরুণ। রবিবার গাইঘাটা সুটিয়াতে বরুণ বিশ্বাসের স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে মহিলাদেরকে ধর্ষণ এবং খাল সংস্কারের নামে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন প্রতিবাদী শিক্ষক বরুন বিশ্বাস। তার মাসুল গুণতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। স্কুল থেকে ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার পথে গোবরডাঙা স্টেশন চত্বরে ২০১২ সালের ৫ জুলাই পরপর গুলি করে নিশংসভাবে খুন করা হয়। বরুণ বিশ্বাসের বাবা জগদীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, জীবিত থাকা অবস্থায় বরুণ বিশ্বাসের খুনিদের শাস্তি দেখতে চান। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে আস্থা আছে তাঁর। বিচার পাবেন বলে আশাবাদী তিনি।

বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা রায় বিশ্বাস জানিয়েছেন, ‘আগের সরকার আমার ভাইয়ের খুনের সঠিক বিচার করেনি। আমরা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করে পুনরায় তদন্ত করবার আবেদন জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনার তদন্ত হবে। আমার ভাইকে খুনের পেছনে জড়িত রয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যখন খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে গোটা এলাকার মানুষকে ভয়ের মধ্যে রেখেছিলেন। মুখ খুলতে পারেননি কেউ। আমরা আজও জানি না কারা সাক্ষী দিয়েছেন। আজও তাঁদের দেখিনি। আমার ভাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যেভাবে একের পর এক বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে মহিলাদেরকে নির্যাতন করা হতো, খাল সংস্কারের নামে, নদী সংস্কারের নামে বড়সড় দুর্নীতি করতেন। সেটা আমার ভাই জেনে গিয়েছিলেন প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তার জন্য আমার ভাইকে এভাবে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। আমরা আশাবাদী ভাইয়ের খুনি যারা রয়েছে বা এই খুনের পেছনে যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেকের শাস্তি হবে। হয়তো আমার ভাই স্বশরীরে পৃথিবীতে নেই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমার ভাই প্রতি মুহূর্ত আমার সঙ্গে আছেন। এই গোটা এলাকার মানুষের সঙ্গে আছেন।’ সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের সভাপতি ননীগোপাল পোদ্দার জানিয়েছেন, ‘আমরাও বরুণ খুনের সঠিক বিচার চাই। প্রতিবাদীর মৃত্যু হয় কিন্তু প্রতিবাদের মৃত্যু হয় না। আমরা এতদিন আন্দোলন করে এসেছি। আমরা আগামীতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার পরিকল্পনা করছি।’ পরিবারের অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিবার তাদের এই প্রতিবাদ মঞ্চের সঙ্গে একত্রিত হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারের উপরে তারা আশাবাদী বরুণের খুনের সঠিক বিচার হবে।’ সুখ সাধুর ভিটের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দা বিভাস হালদার বলেন, ‘একটা সময় এই জায়গাটা ঘন জঙ্গল ছিল। এখানেই নিয়ে আসা হতো মহিলাদেরকে। চলতো শারীরিক নির্যাতন। আমরা কেউ ভয়েতে মুখ খুলতে পারতাম না, কারও সাধ্য ছিল না তাদের উপর কথা বলার। প্রতিবাদ করেছিলেন বরুণ বিশ্বাস। খুব ভালো ছেলে ছিল তাঁকে খুন করা হল। আমরা চাই বরুণের পরিবার, বরুণের আত্মা শান্তি পাক। সুবিচার হোক। দোষীরা কঠোর শাস্তি পাক।’ গোবরডাঙার বাসিন্দা হরি পাল এবং সুভাষ পাল পেশায় ভ্যান চালক জানিয়েছেন, ‘প্রতিদিনের মতো উনি ট্রেন থেকে নেমে সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে বাইকে উঠতেই পরপর তিন রাউন্ড গুলি করা হয়। আমরা গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে আসি। রক্তাক্ত অবস্থায় কিছুটা দূরে টিকিট কাউন্টারের সামনে মাটিতে বসে পড়ে জল চাইছিলেন এবং চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছিলেন। এতটাই জটলা ছিল পেছন দিক থেকে অনেকে বলছিলেন যেহেতু রেলের এলাকা তাই আইনের জটিলতার মধ্যে পড়তে হবে, আমরা কেউ আর ভয়তে তাঁকে হাসপাতাল বা স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারিনি বা জল খাওয়াতে পারিনি। আজ নিজের কাছে খুব ছোট মনে হয়। নিজেদেরকে অমানবিক মনে হয়। যদি সেদিন অন্তত একটু জল দিতে পারতাম তাহলে আজ নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তবে আমরা আশাবাদী নতুন সরকার দোষীদের শাস্তি দেবে সুবিচার পাবে তাঁর পরিবার। খুব ভালো মানুষ ছিলেন বরুণ। মানুষের উপকার করতেন।’ বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানান, ‘বরুণ বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ডে এতদিন সমস্ত কিছু ধামাচাপা দেওয়া ছিল। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শাস্তি হবে। নতুন সরকার এসেছে। আমি স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বলব, এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শাস্তি দিক।’

বিজেপি কর্মীর হাত-পা বাঁধা হাঁটু মোড়া ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রেল লাইনের ধারে একটি গাছে উদ্ধার হল বিজেপির বুথ সভাপতির ছেলের ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃত্যু ঘিরে রয়েছে ধোঁয়াশা। পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ বিজেপির। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কল্যাণী থানার সাহেব বাগান ডেঙ্গুর পাড়া এলাকায়। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ শিকদার। বিশ্বজিতের বাবা কল্যাণী মণ্ডল ২ এর ১২৭ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কল্যাণীর প্রাক্তন বিধায়ক অম্বিকা রায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশ্বজিৎকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য প্রবল চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত এই বিশ্বজিৎ তৃণমূলে যোগ না দেওয়ায় তখন থেকে তৎকালীন শাসকদলের রোষানলে পড়ে। একই সাথে এলাকায় বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে সে ছিল একজন প্রতিবাদী মুখ। তৃণমূল কর্মীদের কাছে এর আগেও তাকে মারধোর খেতে হয়েছিল এমনকি তার ব্যবসার দোকানও ভাঙচুর করা হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। ইতিমধ্যেই কল্যাণী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবার কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে তাঁর ময়নাতদন্ত দাবি করেছেন। সেই কারণে তার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে কল্যাণী এইমসে। যদিও ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ। এখনো পর্যন্ত কাউকে সন্দেহ বা গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বাবা বীরেন শিকদারের অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। তিনি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

কেশপুরে বিজেপির পতাকা তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের তিন নম্বর অঞ্চলের পাঁচখুরিতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে পতাকা উত্তোলনের সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দলীয় কার্যালয়ের ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের হাইটেনশন বিদ্যুতের তারে পতাকার স্টিলের দন্ড অসাবধানতাবশত স্পর্শ করতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হন চারজন বিজেপি নেতাকর্মী। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের চন্দ্রকোণা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পাপাই পান (৩২) কে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি পাঁচখুরিতে। অপর আহত তিনজনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেদিনীপুরে বারুইপুর-কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বারুইপুরের ১১ বছরের নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও-এআইএমএসএস। এসইউসিআই দলের এই তিনটি শাখা সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপি সরকারের ২ মাসের মধ্যে ৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কোনোটির বিচার এখনও হয়নি। আবারও একটি নৃশংস ঘটনার সাক্ষী হলো রাজ্যবাসী। অবিলম্বে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদী মিছিলটি মেদিনীপুর শহরের নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে কালেক্টরেট মোড় পরিক্রমা করে। পরে কালেক্টরী মোরে এক পথ সভায় ছাত্র সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য সুমন মহাপাত্র বিজেপি সরকারের নারী নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির তীব্র সমালোচনা করেন। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাকলি ভুঁইয়া মদের প্রসার বন্ধ ও নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান। যুব সংগঠনের নেত্রী টুম্পা গোস্বামী নারী নিরাপত্তা-সহ সার্বিকভাবে সমাজে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ও জেলা সভাপতি কমরেড সিদ্ধার্থ শংকর ঘাটা।

মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী ডাক্তার অজয় কুমার পোদ্দারের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে প্রতারণার চেষ্টা। সোমবার মন্ত্রীর মোবাইল নম্বরটি হ্যাক করার পর, তাঁর পরিচিতদের কাছে টাকা চেয়ে ভুয়ো মেসেজ পাঠানো শুরু করে সাইবার দুষ্কৃতীরা। জরুরি প্রয়োজনে কিছু টাকার দরকার, কারণ বর্তমানে তার ইউপিআই কাজ করছে না, এইরকম মেসেজ পাঠানো হচ্ছে মন্ত্রীর পরিচিতদের কাছে। সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩৫ হাজার টাকা পাঠানোর জন্য একটি কিউআর কোড পাঠানো হচ্ছে। ভিআইপি নম্বর থেকে এমন মেসেজ আসায় স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীর পরিচিত মহলে ব্যাপক আলোড়ন ছড়ায়। এই ঘটনার পর ডাক্তার অজয় কুমার পোদ্দার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সকলকে সতর্ক করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হয়েছে। তাঁর নম্বর থেকে কোনো বার্তা বা টাকার দাবি এলে তাতে যেন কেউ কান না দেন এবং কোনো অবস্থাতেই টাকা না পাঠান। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই তিনি আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানা গেছে।

হুগলির বলাগড়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য।

কবরস্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মৃতদেহ কবরস্থ করার আগে কবরস্থানে আলো লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে হুগলির পাণ্ডুয়ার সাতঘরিয়া এলাকায়। এক বৃদ্ধার শেষযাত্রার প্রস্তুতির মধ্যেই যুবকের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় সাতঘরিয়ার বছর ৮৫-র এক বৃদ্ধার বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়। সন্ধ্যার নামাজের পর তাঁকে স্থানীয় কবরস্থানে কবরস্থ করার কথা ছিল। সন্ধে হয়ে যাওয়ায় কবরস্থানে আলোর ব্যবস্থা করতে ডাক পড়ে এলাকারই বাসিন্দা বান্টি সিংয়ের। পেশায় তিনি ইলেকট্রিকের কাজ করতেন। কবরস্থানে গিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে হ্যালোজিন লাইট লাগাচ্ছিলেন বান্টি। ঠিক তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।

সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু, পরিবারের পাশে দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লরির ধাক্কায় মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন আরামবাগ মহকুমার দুই বিজেপি বিধায়ক। পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ও আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন। পাশাপাশি মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রীকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার বার্তা দেন। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, ‘আরামবাগের আড়ান্ডী, ২ নং অঞ্চলের হিয়াৎপুরের বাসিন্দা সিভিক ভলান্টিয়ার কর্তব্যরত অবস্থায় দ্রুতগামী লরির ধাক্কায় প্রাণ হারান। মৃতের নাম উৎপল সিং। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম। এই মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাই। একজন কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীর এমন অকাল প্রয়াণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁদের শোকের এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছি এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা করেছি।’ প্রসঙ্গত জানা গিয়েছে, শনিবার জয়রামপুর এলাকায় কালীপুজো উপলক্ষে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন উৎপল সিং। সেই সময় একটি দ্রুতগামী বালির লরি ওই রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে গতি কমানোর জন্য তিনি হাতের ইশারা করেন। অভিযোগ, লরিটি গতি না কমিয়ে সোজা তাঁর

দিকে চলে আসে। ধাক্কা লেগে তিনি লরির চাকায় পড়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরেই এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আরামবাগের এসডিপিও, আরামবাগ থানার আইসি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘাতক লরি এবং তার চালককে আটক করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ‘পুলিশ প্রশাসন সমস্ত বিষয় টার তদন্ত করছে। আমরা ওনার পরিবারের পাশে আছি। এই মর্মান্তিক ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে।’ উল্লেখ্য, উৎপল সিংয়ের পরিবারে রয়েছেন বাবা-মা স্ত্রী এবং মাত্র পাঁচ বছরের এক কন্যাসন্তান। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

দেশপ্রেমের আবেগে উত্তরবঙ্গ জুড়ে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি: সোমবার উত্তরবঙ্গ জুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে জেলা সদর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। পশ্চিমবঙ্গ গঠনে তাঁর জীবন, আদর্শ এবং অবদানের উপর নতুন করে আলোকপাত করা হয়। দিনটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল শিলিগুড়ির সূর্যনগরের ৯৭ বছর বয়সি মাখন লাল সরকারের অংশগ্রহণ। তিনি ১৯৫৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের

ঐতিহাসিক যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন, যেখান থেকে জন সংঘের এই প্রতিষ্ঠাতা আর ফিরে আসেননি। মাখন লাল সরকার গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি এবং তার আশেপাশে বেশ কয়েকটি স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

গ্রামের ছেলে মন্ত্রী, আনন্দে পরিবার-সহ দিবাকর ঘরামিকে সংবর্ধনা গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলেটা আজ রাজ্যের মন্ত্রিসভায়, ঘটা করে ‘গ্রামের ছেলে মন্ত্রী’কে সংবর্ধনা জানালো গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের জন্য ঝাল মুড়ির ব্যবস্থা করলেন মন্ত্রীও।

দামোদর নদীর পারে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ছোট্ট গ্রাম করমপুর। যে গ্রামকে একটা সময় সেই অর্থে কেউ চিনত না, জানতো না কিন্তু বর্তমানে সেই গ্রামের নাম শিরোনামে। কেননা এই গ্রামেরই কৃষক পরিবারের ছেলে আজ রাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছে, উজ্জ্বল হয়েছে গ্রামের নাম।

রাজ্যের সমবায় বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামীর আজকের এই সাফল্যের পেছনে অনেক চড়াই উতরাই রয়েছে। সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছাতে গেলে কোনও বাধাই যে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তার জ্বলন্ত উদাহরণ দিবাকর ঘরামী। একটা সময় অন্যের জমিতে কাজ করতে হয়েছে, লাঙ্গল দিতে হয়েছে। দাদা মালাই বিক্রি করেছে, দাদার সঙ্গে সঙ্গ দিতে হয়েছে, বাবা মুড়ির ব্যবসা করতেন সেখানেও হাতে হাত মেলাতে হয়েছে, তারপর নিজের জমির কৃষিকাজ করে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। এত কিছু করার পরেও সময় বের করে দলের জন্য কাজ করতে ভুলতেন না দিবাকর ঘরামী। ছোটবেলা থেকেই গ্রামের নাটক যাত্রা এবং ক্রিকেট খেলায় ছিল চরম নেশা এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব সেই সময় থেকেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। সেই নেতৃত্বই আজ তাঁকে মন্ত্রিসভার আসনে পৌঁছে দিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, দিবাকর ঘরামীর সহযোদ্ধা হিসেবে প্রথম দিন থেকে তাঁর সাথে কাজ করে গেছেন তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন, তাঁর সুখ দুঃখের সাথী হয়েছেন, ঝড় জল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচি করেছেন, অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যেতে সাহায্য করেছেন আবার কখনও লক্ষণের মতো সুযোগ্য ভাই হিসেবে সহযোগিতা করেছেন চঞ্চল সরকার। তাই

দিবাকর ঘরামীরও চঞ্চল সরকারের প্রতি ভালোবাসার শ্রদ্ধা অটুট রয়েছে। লাল মাটির জেলা বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত পিছিয়ে পড়া করুমপুর গ্রামের ছেলে দিবাকর ঘরামী রাজ্যের মন্ত্রিসভায় আসন পাওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই। তাই প্রত্যেকেই সমবেত প্রচেষ্টায় মঞ্চ করে গ্রামের কৃতি সন্তান দিবাকর ঘরামীকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন দেখা গেল মন্ত্রীকে উপহার স্বরূপ সংবিধান, অর্জুনের রথ, মন্ত্রীর সচিত্র একে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই উপহার প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের মানুষরা বার্তা দিতে চাইলেন, গ্রামের ছেলেটা যেন সংবিধান মেনে আগামী দিনে পথ চলে। অন্যদিকে অর্জুনের রথের মতোই তাঁর আগামী দিনের সমস্ত কাজ সুচারু দক্ষতার সঙ্গে তিনি পালন করেন। তবে এদিন শুধুমাত্র মন্ত্রী নন তাঁর সহধর্মিনী, বাবা, মা-সহ পরিবারের অন্যান্যদেরও সংবর্ধনা জানাতে ভুলেনি গ্রামবাসীরা। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করুমপুরের সাধারণ মানুষদের কাছে অনন্ত যুগ ধরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, মন্ত্রী সাহেব গ্রামবাসীদের জন্য আয়োজন করেছিলেন ঝাল মুড়ির ব্যবস্থা। গ্রামবাসীরাও আনন্দ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঝাল মুড়ি আস্বাদনের গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্যের সমবায় বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে আবেগঘন বর্তায় বলেন, ‘চঞ্চল সরকারের শক্তি আর আমার বুদ্ধি দিয়ে আমরা সর্বত্রই জয়ী হতাম। এছাড়াও তিনি বলেন, একটা সময় অন্যের জমিতে কাজ করতে হয়েছে। দাদা ও বাবার ব্যবসায় সহযোগী হতে হয়েছে, তারপর সময় বের করে রাজনৈতিক মঞ্চে সময় দিতে হয়েছে। এমনও সময় গিয়েছে গাড়িতে পেট্রোল ভরায় পয়সা ছিল না। গ্রামের অনেকেই সেই সহযোগিতা করেছেন, গাড়ি দিয়েছেন। তাই আজকের এই সাফল্য প্রথম দিন থেকে আমার পাশে যারা ছিলেন তাদের বলেও মন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী হিসেবে নন, গ্রামের ছেলে হিসেবে পাশের বাড়ির ছেলে হিসেবে প্রত্যেকের সঙ্গে মিশতে চাই এবং মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।’

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
কেএমএ টেক্সফ্যাব ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.
CIN: U14101WB2006PTC108445
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স **কেএমএ টেক্সফ্যাব ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (“কোম্পানি”) রেজিস্টার্ড অফিস ন্যাচারাল গ্রিন ব্লক-১০, এফএল নং - বি, ২য় তল, বিডি-৩৭, রবীন্দ্রপল্লী, প্রফুল্ল কানন, উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০১০১ সম্পর্কিত**
... আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে “গুজরাত রাজ্যে” স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ -৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :
রেজিস্টার্ড অফিস :
ন্যাচারাল গ্রিন ব্লক-১০, এফএল নং - বি, ২য় তল, বিডি-৩৭, রবীন্দ্রপল্লী, প্রফুল্ল কানন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০১০১
কেএমএ টেক্সফ্যাব ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জয় কুমার খেতন
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০০৮২৭৯১৪

এসবিআই এইচএলসি কৃষ্ণনগর (৬৪৪৬৯)
৫বি, ডি.এল রয় রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১
ই-মেল- sbi.64469@sbi.co.in
পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অ্যাকাউন্ট নং ৩৩১২৯৭২৬৯৯৭ (এইচবিএল)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কৃষ্ণনগর** শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১১.০৩.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রী সজ্ঞিত মজুমদার, পিতা- সুবোধ চন্দ্র মজুমদার, ঠিকানা গ্রাম + পোঃ- ভৈরব, চন্দ্রপুর, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০২** -কে বকেয়া **১৮.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নোটিশে উল্লেখিত ৪,৬০,১০৮.১৬ টাকা (চার লক্ষ ষাট হাজার একশো আট টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনসাধারণকে এতদ্বারা এই সম্পত্তির সাথে কোনো রকম লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেন **০৩.০৭.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কৃষ্ণনগর**-এর **৪,৪৮,৫০৩.৯০ টাকা (অক্ষরে চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিন টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের ধার্য্য সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের সেকশন ১৩এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ কমবেশি **০৪ ডেসিমেল,** যা অবস্থিত মৌজা - রায়পুর, জে.এল. নং ১১, দাগ নং ২৬৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫২ নতুন খতিয়ান নং ৩৯১ এর অন্তর্গত, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া। **দলিল নং ০১০৫৫,** বই নং- ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৮৪৬ থেকে ৮৫৫, সাল ২০০৯, এ.ডি.এস.আর.ও.- হাঁসখালীতে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রী সজ্ঞিত মজুমদার, পিতা সুবোধ চন্দ্র মজুমদারের নামে রয়েছে।
সম্পত্তিটির চৌহদ্দী - উত্তরে : সদানন্দ রায়ের বাড়ি, **দক্ষিণে :** রাস্তা, **পূর্বে :** দাতার বাড়ি, **পশ্চিমে :** দাতার জমি।
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৬
স্থান : কৃষ্ণনগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Email: investors@somatextiles.com, **Website:** www.somatextiles.com

NOTICE OF 88TH ANNUAL GENERAL MEETING
INFORMATION ABOUT REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **88th Annual General Meeting ("88th AGM")** of the Company will be held on Friday, 31st July, 2026 at 3:00 P.M. ("IST") through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the 88th AGM which is being circulated for convening the 88th AGM.,in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') ('SEBI Circulars'),

In compliance with the Circulars of MCA and SEBI, Notice of the 88th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2025-26 have been sent to all the members on 6th July, 2026 whose email ids were registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.somatextiles.com, Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com,and Central Depository Services Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Notice is also hereby given under Section 91 of the Company Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, that Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 17th July, 2026 to Friday, the 31st July, 2026 (both days inclusive).

Instruction for remote E-Voting andE-voting during the AGM

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the 88th AGM. For this purpose, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Agency to provide remote e-voting facility prior to the AGM and of MUFG Intime India Private Limited ('MUFG Intime') as the Agency to provide e-voting facility at the AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 28th July, 2026, at 9:00 A.M. and will end on Thursday, 30th July, 2026 at 5:00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 24th July, 2026 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/ OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM, as provided by MUFG Intime. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any member who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The detailed instructions for the remote e-voting process, joining the AGM and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM. The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of AGM and during the AGM through the facility provided by MUFG Intime India Private Limited at https://instameet.in.mpms.mufg.com/by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM.

Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents by following instructions below:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@somatextiles.com / RTA at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
2. For Demat shareholders- Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The results declared along with the report of Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.somatexiles.comand on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

Payment of Final Dividend :

The Board of Directors of the company at their Meeting held on Friday 12th Day of June, 2026 has recommended a final dividend at the rate of 5%, i.e, Rs. 0.5/- per Equity Share Capital of Rs. 10 each of the company for the Financial Year 2025-26, subject to the approval of Shareholders at the ensuring Annual General Meeting ("AGM") of the Company. The Final Dividend will be paid to those Shareholders whose names appear on the Register of Members/ Beneficial Owner of the Company as on Friday, 17th Day of July, 2026 being the Record Date fixed for the purpose of determining the entitlement of shareholders to receive the final dividend.

The Final Dividend, if approved by the members, will be paid on or before Friday, 14th Day of August, 2026. In accordance with the provisions of the Income- tax Act, 2025 as amended from time to time ("Act"), dividend declared and paid by the Bank is taxable in the hands of its Shareholders and the Bank is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates, A separate email communication has already been sent to the shareholders with regard to TDS on payment of Dividend.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/43). In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting at the AGM, you can write an email to instameet@in.mpms.mufg.co.in. or Call us:-Tel : (022-49186175).

By order of the Board
For Soma Textiles & Industries Limited
Sd/-
(Reena Prasad)
Company Secretary
M. No.: A 53284
Place: Kolkata
Date : 6th July, 2026

‘বেনোজলকে ঢোকাবেন না, তা হলে আগের সরকারের মতো অবস্থা হবে’

দলীয় নেতাদের পরামর্শ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: ‘আমরা এখন খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি। নতুন জল ঢুকতে শুরু করেছে। সেই জলকে ঢোকাবেন, কি ঢোকাবেন না, আপনাদের স্তরে আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। যখন ঢোকাবেন জলকে ছেকে ঢোকাবেন। বেনজলকে ঢোকাবেন না। তা হলে আগের সরকারের মত অবস্থা হবে। বেনজল ঢোকালে চলবে না। আমাদের দলকে শ্যামাপ্রসাদের বিজেপি রাখতে হবে।’ সোমবার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগরে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে বিজেপি অনুষ্ঠানে এসে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই মন্তব্য করেন কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি বিজেপির পতাকা ও স্লোগান নিয়ে কিছু অতিউৎসাহী মানুষ নানান অপ্রীতিকর কাজ করছেন। যা আদপে বিজেপি ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। বাংলার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মাথায় গেরুয়া টিপ, গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, হাতে পদ্মের ঝাণ্ডা আর মুখে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে যে তাণ্ডব চালাচ্ছে, তারই প্রেক্ষিতে এদিন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি যে এমন মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন, তা বিজেপির নিষ্ঠাবান কর্মীদের কাছে পরিস্কার। এদিন তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদানের বিষয়টি ব্যাখ্যার পাশাপাশি তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে চলবার জন্য কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না। আইনকে আইনের পথে চলতে দিন। তবে বিজেপি কর্মীদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, যারা করেছে তাদের কেউই রেহাই পাবে না। তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে অনেক বাঁধা আসতে পারে। দেখা যাবে অত্যাচারীদের অনেকেই সবুজ জার্সি খুলে, গেরুয়া জার্সি পরে নিয়েছে। সেই বাঁধা অতিক্রম করতে হবে। তবেই শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন সফল হবে। আর সেই কাজ আপনাদের করতে হবে।’ এদিন তিনি বাংলার সিলেবাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ঢোকানোর প্রসঙ্গে বলেন, ‘পশ্চিমবাংলা গঠনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের বিষয়টি অবশ্যই বাংলা পাঠ্যের সিলেবাসে ঢোকানো উচিত। বিষয়টি নিয়ে আমি আগেও দাবি জানিয়েছি, এখনও জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।’ পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে অন্যায় করে কেউই পার পাবেন না, সে যেই হোক।’

নাবালিকাকে ধর্ষণ, বিহার থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। একদিকে কলকাতার বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন-কাণ্ডে যেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তার ঠিক উল্টো দিকে মালদায় রবিবার রাতের এই ঘটনায় আবারও নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এই ধর্ষণের ঘটনার পর সংকটজনক অবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণির ওই নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। ওই রাতেই মালদা টাউন স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে বিহারে পালিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত। বিভিন্ন সূত্র ধরে বিহার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে সোমবার ভোরে অভিযুক্তকে পূর্ণিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে মালদা পুলিশ। এদিন দুপুরে ধৃতকে তোলা হয় মালদা জেলা আদালতে। পুলিশ সাতদিনের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রবিউল শেখ (৩০)। তার বাড়ি যদুপুর এলাকায়। রবিবার সন্ধ্যায় ওই যুবকের বাড়িতে কেউ ছিল না। এই সুযোগে রবিউল ১২ বছর বয়সী ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায়। তাকে চকলেট এবং মিষ্টি দিয়ে প্রলোভন দেখানো হয়। এরপর ফাঁকা বাড়িতে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়ে কোনরকমে বাড়িতে আসতেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এরপর তড়িঘড়ি মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। চিকিৎসার পর জ্ঞান ফিরতেই ও সমস্ত ঘটনার কথা বলে ফেলে। এরপর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পরেই বিশেষ দল গঠন করে বিহার থেকে রবিউল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃষ্টি নামলেই জেগে ওঠে ভূগর্ভের আগুন!

নিউ কেন্দা ওপেনকাস্টে ধোঁয়ার দাপট, নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সোমবারের ভারী বৃষ্টির পর ফের আতঙ্কের ছবি ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার নিউ কেন্দা ওপেনকাস্ট খ নিতে। নিউ কেন্দা কোলিয়ারির ২ নম্বর কুয়ারি এলাকা থেকে হঠাৎই ব্যাপক হারে ধোঁয়া বের হতে শুরু করলে মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ঘটনায় চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন সালডাঙা মণ্ডলপাড়া, বাউড়িপাড়া-সহ আশপাশের এলাকায়, যেখানে শতাধিক পরিবারের বসবাস। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ইসিএলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্থায়ী সমাধান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রায় আট মাস আগেও একইভাবে খোলামুখ খনি থেকে ধোঁয়া বেরিয়েছিল। সেই সময় এলাকাবাসীকে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসনের দাবি জানানো হলেও আজ পর্যন্ত তার কোনও বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে প্রতিবার বৃষ্টির পরই আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এই এলাকায় গ্যাস নির্গমনের ঘটনায় দুই শিশু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। আবার গত জুন মাসে প্রবল বৃষ্টির পর ধোঁয়া বের হওয়ায় বহু বাসিন্দা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগেছিলেন। সোমবার ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ক্ষোভ ও উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিউ কেন্দা কোলিয়ারির এক বিভীষিকাময় অতীতও। ১৯৯৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক রাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৫৫ জন শ্রমিক। সেই কয়লাখনির ভূগর্ভে এখনও আগুন জ্বলছে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ভারী বৃষ্টির সময় মাটির ফাটল খুলে গেলে ভূগর্ভস্থ আগুনে অক্সিজেন পৌঁছে যায়, যার ফলে আগুন সক্রিয় হয়ে ধোঁয়া নির্গমন শুরু হয়।

ধোঁয়ার তীব্রতার কারণে সোমবার ওপেনকাস্ট খনির সমস্ত কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে ইসিএল কেন্দা এরিয়ার মহাপ্রবন্ধক অক্ষয় চন্দ্র দে জানান, ‘বৃষ্টির পরে খোলা মুখ খনি থেকে ধোঁয়া বের হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভূগর্ভস্থ আগুনের কারণে মাটির ফাটল সৃষ্টি হলে সেই পথ দিয়েই ধোঁয়া বের হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ডোজারের সাহায্যে দ্রুত ফাটলগুলি ভরাট করার কাজ করা হবে।’ তবে এলাকাবাসীর বক্তব্য, বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করছে যে সাময়িক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। স্থায়ী সমাধান, কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে দৃশ্যমান পদক্ষেপ করতে হবে। নচেৎ ভবিষ্যতে আরও বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বীরভূম জেলাজুড়ে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● বীরভূম

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। জেলার সদর শহর সিউড়ি-সহ রামপুরহাট, বোলপুর, দুবরাজপুর, নলহাটি, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, মুরারই, মহম্মদবাজার, রাজনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগে স্মরণসভা, মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সিউড়ির এসপি মোড়ে বীরভূম জেলা প্রশাসন ও শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সেবা সমিতির উদ্যোগে উদযাপিত হয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার-সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন। এরপর এসপি মোড় থেকে একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের হয়ে তা শেষ হয় সিউড়ি সিধু কানহু মুক্ত মঞ্চ প্রাঙ্গণে। ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে এই শোভাযাত্রায় বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী,শিক্ষক শিক্ষিকা, শিল্পীবৃন্দ-সহ বিভিন্ন সামাজিক ও গণসংগঠনের সদস্যরা এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। শোভাযাত্রায় পা মেলান রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সেবা সমিতির বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মধ্য বঙ্গ প্রচারক শিবাজী মণ্ডল বীরভূম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সমাজ সেবক শ্যামসুন্দর গড়াই, সিউড়ি শহর বিজেপি সভাপতি সুনয়ন ভাণ্ডারী প্রমুখ।

হাটজন বাজারে ১৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতকে শরীর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখে াপাধ্যায়ের জন্মদিনটি পালন করা হয়। শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান শহর-সভাপতি সুনয়ন ভাণ্ডারী স্বপন দাস প্রমুখ বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মধ্য বঙ্গ প্রচারক শিবাজী মণ্ডল, বীরভূম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সমাজ সেবক শ্যামসুন্দর গড়াই, সুজয় দাস, কোমল দাস প্রমুখ। বক্তারা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, ‘১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ অল্প বয়সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে নীতিগত কারণে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জনসংঘ, এই দলটি পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টি-র আদর্শগত পূর্বসূরি হিসেবে পরিচিত হয়। দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় তাঁর ভূমিকা আজও স্মরণীয়।’ বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মরণে তার জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ধবল জৈন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিনে

তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জলন করে এবং শিশু মন্দির ইস্কুলের ছাত্রীদের বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন, স্মৃতিচারণ এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ তুলে ধরার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, ‘ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম, শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ আজও সমাজকে পথ দেখায়।’ তাঁর আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উপস্থিত বক্তারা। এরপর বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আমন্ত্রণে সংস্কার ভারতীর পরিবেশনায় পরিবেশিত হয় নৃত্য, আলেখ্য ‘সংকটময় সময়ের দিশারী শ্যামাপ্রসাদ’। বীরভূম জেলা পরিষদে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয় এই অনুষ্ঠানে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে আলোচনা করেন পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক সুশান্ত কুমার রানো। সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রেরণার উদ্যোগে ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বোলপুরে শ্রীনিকেতনের সুকুমার পল্লীতে ড. শ্যামাপ্রসাদ সমতা মঞ্চের পক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি স্মরণ করা হয়।

কেনরা बैंक Canara Bank

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,
কলকাতা ৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ২২.০৭.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নোক্ত নিয়ম ও শর্তাবলীতে উল্লিখিত সিকিওরড অ্যাসেট বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারায় ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারায় দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) মেসার্স এইচ. আর. ট্রেডার্স স্বত্বাধিকারী- সেখ হাবিবুর রহমান** ৭৪০, লস্কর হাট, কলকাতা-৭০০ ০৩৯। **সেখ হাবিবুর রহমান** বি-১৭৬, বি. জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৪। মিসেস রুবি বেগম, স্বামী- মোঃ নাসিম ফ্ল্যাট নং এ-১০৭, ৬/১-বি, তিলজলা রোড, থানা-এন্টালি, কলকাতা-৭০০ ০৪৬।	ক) ৯,০১,৩০,৬০১.৩৯ টাকা (নয় কোটি এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শো এক টাকা ঊনচল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ। খ) ২৭.০৬.২০০৮ গ) ২৪.০৬.২০০৯	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **জমি ও বাড়ি মিসেস রুবি বেগমের নামে** মণ্ডলগাঁথিতে, বারাসাত, ২৪ পরগনা উত্তর, পোঃ ছোট জাগুলিয়া, পিন ৭৪৩ ২৯৪। **দলিল নং ৬১৮৪/০৩ তারিখ ২৯.০৯.২০০৩** - দাগ নং ৩১০, আরএস নং ৯৬, খতিয়ান নং ৩৫২, এলআর খতিয়ান নং ১৮১ মৌজা-মণ্ডলগাঁথিতে, আয়তন ২ কাঠা ৮ ছটাক ১২.৫ বর্গফুট। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ৩১১ নং দাগ, দক্ষিণে- ৩০৯ নং দাগ, পূর্বে- ৩০১ ও ৩০২ নং দাগ, পশ্চিমে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **দলিল নং ৬১৮৫/০৩ তারিখ ২৯.০৯.২০০৩** - জমি ২ কাঠা ১০ ছটাক ১৫ বর্গফুট মৌজা-মণ্ডলগাঁথিতে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৯, দাগ নং ৩১১, থানা-বারাসাত, জেলা-২৪ পরগনা উত্তর। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ৩ ফুট সাধারণ রাস্তা, দক্ষিণে- ৩১০ নং দাগ, পূর্বে- ৩০১ ও ৩০২ নং দাগ, পশ্চিমে- ২ নং প্লট। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ৩৮,১০,০০০.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৮১,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ একাশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ৩,৮১,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) মিসেস মুনমুন সাহা (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী জয়ন্ত দাস ৩৬৩, সুটিরমাঠ, অনসূয়া অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৪, ৪র্থ ফ্লোর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০১। **শ্রী জয়ন্ত দাস (গ্যারান্টার),** পিতা- স্বর্গীয় স্বপন কুমার দাস ৩৬৩, সুটিরমাঠ, অনসূয়া অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৪, ৪র্থ ফ্লোর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০১।	ক) ২৩,৯২,২৬৩.১১ টাকা (তেইশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশো তেষট্টি টাকা এগারো পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ১২.০৮.২০২৫ গ) ১৪.১০.২০২৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ভবনের প্রায় ৮৫১ বর্গফুট সম্পত্তি মৌজা-৯০ গোরা বাজার, খতিয়ান নং আরএস ১৮৫৮, এল.আর. ১১৬, ৬৯০৮, দাগ নং আরএস-২৫৬৪, এল.আর. ৫৪৩৫, কিসম-ভিতি। ফ্ল্যাট নং এ৪, ৪র্থ ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৩৬৩, সুটিরমাঠ। জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০১। **সীমানা:-** উত্তরে-পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণে-কমল রায় চৌধুরীর বাড়ি, পূর্বে-বীরেন প্রামাণিকের বাড়ি, পশ্চিমে-মানকুমারী রোড। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ২,০০,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) শ্রী প্রসেনজিৎ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী গোপাল মণ্ডল গ্রাম-কাদা আকন্দকেশ্বরী, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১৩৫। **আরও ঠিকানা-** শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, খ্রিষ্টান পাড়া বাই লেন, কৃষ্ণপুর, থানা-বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ১০২। **মিসেস রিয়া মণ্ডল (রায়),** স্বামী- শ্রী প্রসেনজিৎ মণ্ডল গ্রাম- কাদা আকন্দকেশ্বরী, উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১৩৫। **আরও ঠিকানা-** শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, খ্রিষ্টান পাড়া বাই লেন, কৃষ্ণপুর, থানা-বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ১০২।	ক) ৩২,৯৮,৬৮১.১৫ টাকা (বত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শো একাশি টাকা পনেরো পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ২৭.১২.২০২২ গ) ১৪.০৩.২০২৩	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল উক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং "৪সি" ৪র্থ ফ্লোরয় কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, যার মধ্যে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১ টি খোলা কিচেন ডাইনিং, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি ব্যালকনি, শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে, যা ৩ কাঠা ১১ ছটাক ৩৪ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত। সি.এস. দাগ নং ৫৯২৫, আর.এস. দাগ নং ৪২৩৪ এর অনুরূপ সি.এস. খতিয়ান নং ৩২৯ এর অধীনে অনুরূপ আর.এস. খতিয়ান নং ১১৫, মৌজা কৃষ্ণপুরে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৭। বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা-বাগুইআটি খ্রিষ্টান পাড়া বাই লেন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে আর.এস দাগ নং ৪২৩৪ এর অংশ, দক্ষিণে-৪-০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পূর্বে-১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে-৪-০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ২৫,৫০,০০০.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৫৫,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ২,৫৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) ১. শ্রী তন্ময় রায় (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী অনিল বরণ রায় ১৭/৩/৮, কালীপদ মুখার্জী রোড, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০০৮। **২. মিসেস প্রীতি রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী তন্ময় রায় ১৭/৩/৮, কালীপদ মুখার্জী রোড, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮।	ক) ২৯,৪১,৮৭৭.৭৮ টাকা (ঊনত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশো সাতাত্তর টাকা আটাত্তর পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ২৮.০৫.২০১৩ গ) ২৩.০৮.২০১৩	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর দিকে অবস্থিত, কমবেশি ৭৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যার মধ্যে ২ টি বেড রুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং, ১ টি টয়লেট কাম বাথ রুম, ১ টি ডব্লিউ.সি. এবং উক্ত দোফ্লোর ভবনের ১ টি বারান্দা, জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং কাঙ্গানবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারাধীন ভবনের সমস্ত সাধারণ এলাকা ও সুবিধাগুলি সহ, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, বিষ্ণুপুর ২৪ পরগনা দক্ষিণ, মৌজা - কাঙ্গানবেড়িয়া, পরগনা-মাগুরা, জে.এল. নং ৪১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪২৭ এর অধীনে আরএস এবং এলআর ২৮৯৯, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৫০৩। **মালিক- শ্রী তন্ময় রায় এবং মিসেস প্রীতি রায়। সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তরে- এল.আর. দাগ নং ২৮৯৫ এর জমি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া জিপি রাস্তা দ্বারা, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া জি.পি. রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে- এল.আর. দাগ নং ২৮৯৬ এর জমি দ্বারা। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ৯,৫০,০০০.০০ টাকা (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৯৫,০০০.০০ টাকা (পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ৯৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) মেসার্স এস. জি. ডায়াগনস্টিক রিসার্চ সেন্টার স্বত্বাধিকারী- শ্রী প্রশান্ত ঘোষ** শ্রীনগর, ৩ নং গেট, মধ্যমগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ১২৯। **মিসেস অনিন্দিতা ঘোষ, স্বামী- শ্রী প্রশান্ত ঘোষ** শ্রীনগর, ৩ নং গেট, মধ্যমগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ১২৯।	ক) ৩৮,৫৯,৬১,৬৪৫.৪৩ টাকা (আটত্রিশ কোটি ঊনষাট লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ২৫.০১.২০০৭ গ) ২৯.০৩.২০০৭	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মোট ১.৪৫ কাঠা জমির উপর পাকা ও সিভিল কনস্ট্রাকশন সহ গ্রাউন্ড, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্লোরে আরসিসি ছাদ যুক্ত ভবনের মোট এলাকা কমবেশি ৩৪০০ বর্গফুট। মৌজা-হুমাইপুর, জে.এল. নং ৫২, খতিয়ান নং ৭৫, দাগ নং ৪৪৭, বারাসাত সাব রেজিস্ট্রারের অফিস, থানা- বারাসাত, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর)। এটি লিজ হোল্ড সম্পত্তি। রেজিস্টার্ড দলিল নং আই-০৬১৭০, তারিখ ০৬.০৬.২০০৩ অনুযায়ী। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৩,৩০,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ৩,৩০,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) মেসার্স এম. জে. ফুটওয়্যার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী মনোজ কুমার দাস** ৩, কেদার ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭। **শ্রী মনোজ কুমার দাস (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- শ্রী বিষ্ণুদেও দাস ৩, কেদার ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭। **গ্যারান্টার- ১. শ্রী কৌশিক দত্ত** ৪৬, কালী চরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০। **২. শ্রী অতুল চন্দ্র বর্মন,** মধু মুরলী, পোঃ-ঘোলা কাজীপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১২৪। **৩. শ্রী বিষ্ণুদেও দাস,** ৩/১, মার্কাস স্কয়ার, কলকাতা-৭০০ ০০৭। **৪. শ্রীমতী জানকী দেবী,** ৩/১, মার্কাস স্কয়ার, কলকাতা-৭০০ ০০৭।	ক) ২,৩৬,৭১,৭২৪.৫৬ টাকা (দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা ছাপান্ন পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ০৭.০৬.২০২১ গ) ০৯.০১.২০২৪	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমি এবং এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভবন, এলওপি নং ১৯৬, সিএস প্লট নং ৩০৩ এর অংশ, মৌজা-ঘোলা, জে.এল. নং ৭৭, থানা- বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রার, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনার অফিসে বই নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৯৩০ থেকে ৫৯৩৩, দলিল নং ১২৭৯ সাল ১৯৮৯ হিসাবে নিবন্ধিত। **সীমানা:-** উত্তরে-এলওপি নং ১৮৭, পূর্বে-এলওপি নং ১৯৫, দক্ষিণে-রাস্তা, পশ্চিমে-এলওপি নং ১৯৭। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ২১,৬০,০০০.০০ টাকা (একুশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,১৬,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ২,১৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) মেসার্স গ্রাম বাংলা (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম-খাসমারা সাদাতপুর, পোঃ- ডোমজুড়, থানা-ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১ ৪০৫। **শ্রী অমলেশ চ্যাটার্জি (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- স্বর্গীয় পতিত পাবন চ্যাটার্জি ১৫৮, ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, পোঃ- বাকসাঁড়া, থানা-জগাছা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১ ১১০। **মেসার্স ন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশন (ঋণগ্রহীতা)** রুম নং ৭৯-৮১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৪/২, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১। **শ্রীমতী রত্না চ্যাটার্জি (গ্যারান্টার),** স্বামী- অমলেশ চ্যাটার্জি ১৫৮, ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, পোঃ- বাকসাঁড়া, থানা-জগাছা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১ ১১০।	ক) ১,৭৬,৭৪,৯০৩.৭৬ টাকা (এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শো তিন টাকা ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ২৯.০৬.২০২১ গ) ২৮.১২.২০২১	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৫৬১.৭২ ডেসিমেল জমি, যা এলআর খতিয়ান নং ২৮৯৯ (নতুন), এলআর দাগ নং ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৪ ও ১৬ এর অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং ১৬০২, ১৬০৪, ১৬০৫, ১৬০৬, ১৬০৮, ১৬১১, ১৬১৩ এবং ১৭১২, জে.এল. নং ১৩, মৌজা-খাসমারা, থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়ায় অবস্থিত, বড়গাছিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রুদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দলিলে উল্লিখিত। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৭০৫.০০ ডেসিমেল জমি, যা এলআর খতিয়ান নং ১৩৭৫ (নতুন), এলআর দাগ নং ১৩১০, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩১৯, ১৩২১, ১৪৬৪, ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭১ এবং ১৪৭২ এর অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং ১৬০২, ১৬০৪, ১৬০৫, ১৬০৬, ১৬০৮, ১৬১১, ১৬১৩ এবং ১৭১২, ১৭১৬, ১৭১৭, ১৭১৯ এবং ১৭২০, জে.এল. নং ৫৭, মৌজা-সাদাতপুর, থানা-জগতবল্লভপুর, জেলা- হাওড়ায় অবস্থিত, বড়গাছিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রুদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দলিলে উল্লিখিত। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ৩,৮৮,০৩,০০০.০০ টাকা (তিন কোটি অষ্টআশি লক্ষ তিন হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩৮,৮০,৩০০.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ আশি হাজার তিনশত টাকা মাত্র) গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ৩৮,৮০,৩০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৮.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০১৬ **খ) শ্রী নজরুল মোল্লা** পিতা- আব্দুল লতিব মোল্লা খাগড়ামুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বকড়াহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১৪০। **মিসেস আজমিরা বিবি** স্বামী- নজরুল মোল্লা খাগড়ামুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বকড়াহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১৪০।	ক) ৩২,৩৫,৭৪২.৪৯ টাকা (বত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। খ) ০১.০৮.২০২২ গ) ০৪.১১.২০২২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট দ্বিতীয় ফ্লোরর উত্তর দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩০ বর্গফুট কমবেশি, টাইলস ফ্লোরিং সহ, যার মধ্যে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং, ১ টি টয়লেট কাম বাথ, ১ টি ডব্লিউসি এবং উক্ত তিন ফ্লোর ভবনের দক্ষিণ দিক থেকে ১ টি বারান্দা, ৫ শতক কমবেশি বাস্তু জমির আনুপাতিক অবিভক্ত স্বার্থ সহ, যার উপর দুটি পৃথক দ্বিতল এবং ত্রিতল আবাসিক ভবন দাঁড়িয়ে আছে। সম্পত্তিটি কাঙ্গানবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারে, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা-কাঙ্গানবেড়িয়া, পরগনা-মাগুরা, জে.এল. নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ১৪২৭ এর অধীনে, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮৯৯, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৫০৩। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- এলআর দাগ নং ২৮৯৫ এর জমি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে- এলআর দাগ নং ২৮৯৬ এর জমি। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)**	ক) ১১,৫০,০০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,১৫,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ১,১৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি BAANKNET.com (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২২.০৭.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২১.০৭.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সম্পত্তিগুলি "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**যাই থাক না কেন**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তিটি রিজার্ভ প্রাইসের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "**অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে**" হবে।
৫. রিজার্ভ প্রাইসের ১০% ইএমডি পরিমাণ **M/s PSB Alliance Private Limited [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** এর ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। চালান তৈরি করে **২১.০৭.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টার আগে** RTGS/NEFT এর মাধ্যমে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডারের যোগাযোগের বিবরণ: **M/s. PSB Alliance Pvt Ltd [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], ফোন নং ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪০ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২ ০৫০৫১, ইমেইল: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সাথে পরামর্শের পর **০৬.০৭.২০২৬ থেকে ১৮.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল ঘোষণার পরপরই (ইতিমধ্যেই দেওয়া ইএমডি সহ) বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা দেওয়া ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জের সমস্ত খরচ, কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া/ট্যাক্স/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ সরকারি বকেয়া ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতা বহন করবেন।
১০. এটি ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের প্রতি একটি সাধারণ নোটিশ যে, তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরিউক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরিউক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে।
১২. ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত কোনও বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** দেখুন।

তারিখ: ০৬.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

মুম্বইয়ে মৃত ১০ ● ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের টানেল ● জারি রেড অ্যালার্ট

মহারাষ্ট্রে বর্ষা বিপর্যয়

মুম্বই, ৬ জুলাই: প্রবল বৃষ্টির জেরে নাজেহাল অবস্থা মুম্বইয়ের। জায়গায় জায়গায় ধস, বাড়ি ভাঙা ও গাছ পড়ে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। জলমগ্ন বহু এলাকা। শুধু তাই নয়, উদ্বোধনের মাত্র ২ মাসের মধ্যেই ধসের কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের ২ নম্বর টানেল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই রুটের যান চলাচল। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট।

অন্যদিকে, সোমবার একটানা বৃষ্টির পর পুণে জেলার একটি গ্রামে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের একাংশ। ভোরবেলা ভয়ংকর ধসে মাভাল তহশিলের পাতান গ্রামের একাধিক বাড়ি মাটি-পাথরে নিচে চাপা পড়ে। নিখোঁজ অন্তত ৩৫ জন। এখনও পর্যন্ত ৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এনডিআরএফ। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে, জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে,পাহাড়ের একাংশ ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে পাঁচ বা তার বেশি বাড়ি। রাতভর বৃষ্টির পর ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। মাটি-পাথরের নিচে চাপা পড়ে ৩০-৩৫ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তিরিশ সদস্যের একটি দল। এখনও পর্যন্ত তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের বাঁচাতে বর্ষার মধ্যেও লাগাতার উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এনডিআরএফ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মৃত ব্যক্তিরা হলেন ৬০ বছরের নন্দু তিকোনে, ৩০ বছরের মৌলি তিকোনে এবং ৫৫ বছরের অনিতা তিকোনে।

প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, বৃষ্টির কারণে কুরলায় রাস্তার পাশে দোকানে গাছ উপড়ে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। খোলা ম্যানহোলে পড়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। নবি মুম্বইয়ে জলপ্রপাতে নেমে মৃত্যু হয় দুই যুবকের। বৃষ্টিতে জল বেড়ে যাওয়ায় এই জলপ্রপাতে নামায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এছাড়া লোহাগড় দুর্গের কাছে পাটন গ্রামে ধসের জেরে একটি পরিবার আটকে পড়েছে বলে খবর। তাঁদের উদ্ধারে নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এছাড়াও শহরের একাধিক জায়গায় দুর্ঘটনার জেরে অন্তত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে পুণে-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের ২ নম্বর টানেল। মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের ১৩.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেল উদ্বোধন করা হয়েছিল ২৬ মে। খান্ডালা ঘাট এলাকা এড়িয়ে যাতায়াতের সুবিধায় তৈরি এই টানেলে ধসের কারণে পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে। বাস, ট্রাক ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য রাস্তায়। মুম্বইগামী রাস্তা বন্ধ থাকায় যানবাহনগুলোকে লোনাভালার ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আগামী দিনে বৃষ্টির প্রকোপ আরও বাড়বে।

থানে, পালঘর এবং রায়গড়ে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। মুম্বইয়ে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক দুর্যোগের আশঙ্কায় এইসব এলাকার সমস্ত স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃষ্টিতে রেললাইন ডুবে যাওয়ায় সেন্ট্রাল রেলের মুম্বই ডিভিশনের একাধিক ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে অন্তত ১৬টি ট্রেন বাতিল এবং আরও নয়টি ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

এনআইএ-র চার্জশিটে জুড়ল লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের নাম

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ঘটনায় এবার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। আর সেই চার্জশিটে নাম উঠল পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার প্রধান হাফিজ সইদের। হিট লিস্টে থাকা এই সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, সীমান্ত সন্ত্রাসের মতো একাধিক অভিযোগ এনেছে।

সোমবার জম্মুর এনআইএ বিশেষ আদালতে এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। যেখানে এনআইএ হাফিজ সইদকে লস্কর-ই-তইবা ও তার প্রক্সি সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর প্রধান এবং পহেলগাঁও হামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এনআইএ-র তরফে হাফিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ২০২৩ এবং ইউএপিএ-র একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছেন সন্ত্রাসী সংগঠন লস্করের প্রতিষ্ঠাতা।

এই মামলার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১,৫৯৭ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ করেছে এনআইএ। সোমবার এই মামলার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয় এনআইএ-র তরফে। যেখানে পহেলগাঁও হামলায় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ, সেখানে হাফিজ সইদের ভূমিকা-সহ অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই মামলায় ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রথম চার্জশিট পেশ করেছিল এনআইএ। সেখানে পাক হ্যান্ডলার সাজিদ জাট, অপারেশন মহাদেবে নিহত তিন সন্ত্রাসী এবং গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে। একইসঙ্গে লস্কর ও তার শাখা টিআরএফ-এর ভূমিকা, হামলার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

গত বছরের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। সেখানে বৈসরন উপত্যকায় ধর্ম চিহ্নিত করে হত্যা করা হয় ২৬ জনকে। এই ঘটনার পালটা ৭ মে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারতের সেনাবাহিনী। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় সেনা। এই অভিযানে খতম হয় শতাধিক কুখ্যাত জঙ্গি। ভারতের হামলার পর যুদ্ধ শুরু হয় দু'দেশের। পাক হামলার জবাবে ভারত গুঁড়িয়ে দেয় পাকিস্তানের ১৪টি সামরিক ঘাঁটি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পাকিস্তানের তরফে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভারতও সেই প্রস্তাব সমর্থন করে। তবে যুদ্ধ থামলেও তদন্তের গতি থামেনি।

নেটো বৈঠকের আগেই

কিভে পর পর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা রাশিয়ার

কিভ, ৬ জুলাই: ইউক্রেনের রাজধানী কিভে ফের হামলা চালাল রাশিয়া। সোমবার ভোরে কিভে একের পর এক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে রুশ বাহিনী। সংবাদসংস্থা এপি জানাচ্ছে, হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। জখম হয়েছেন আরও অনেকে। গত এক সপ্তাহে এই নিয়ে দু'বার ইউক্রেনের রাজধানীতে বড় ধরনের হামলা চালাল রুশ বাহিনী। এর আগে গত বৃহস্পতিবারও প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে কিভে হামলা চালিয়েছিল রুশ বাহিনী। তাতে ৩১ জন নিহত হন। জখম হন শতাধিক। ওই হামলার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ফের একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ল কিভে। রবিবার গভীর রাত থেকে পর পর ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা হয় কিভে। সোমবার ভোরে শহরের আকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। কিভের মেয়র ক্লিচকো জানান, হামলায় বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেগুলিতে আগুন ধরে গিয়েছে। ওই ভবনগুলিতে আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের জরুরি বিভাগ।

রাশিয়া যে ফের কিভে হামলা চালাতে পারে, সেই আশঙ্কা আগে থেকেই ছিল জেলেনস্কির। ইউক্রেনবাসীকে সতর্ক করে তিনি জানান, কিভের উপর 'নতুন করে বড় ধরনের হামলার' প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া। তাঁর সেই আশঙ্কা প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইউক্রেনের রাজধানীতে আছড়ে পড়ে ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কিভ। কিভের মেয়র ভিতালি ক্লিচকো সাধারণ জনতাকে নিরাপদ কোনও স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেন। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত, কিভে রুশ হানায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। জখম হয়েছেন আরও অন্তত ২৪ জন। মঙ্গলবার থেকে তুরস্কে বৈঠকে বসছে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নেটো। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও থাকবেন নেটোর সম্মেলনে। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হতে পারে। তার ঠিক আগেই ইউক্রেনের রাজধানীকে লক্ষ্য করে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল রাশিয়া। ইউক্রেনীয় বাহিনী জানাচ্ছে, রবিবার রাত থেকে ইউক্রেনের দিকে অন্তত ৬৮টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩৫১টি ড্রোন ছুড়েছে রাশিয়া।

দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতি উন্মোচন এবং জাতির প্রতি তাঁর অবদানকে তুলে ধরে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজনের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করেছে সোমবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিধানসভারস্পিকার শ্রী বিজেন্দর গুপ্ত, ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিনোদ তাওড়ে এবং নয়াদিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ। অনুষ্ঠানে দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরির চেয়ারম্যান ড. সুমিত ভাসিন এবং মহাপরিচালক প্রিয়াঙ্কা চন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতির আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের মাধ্যমে। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগার পেশাজীবী এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি-নির্মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

ময়দান

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ময়দানের আশুতোষ কলেজ তাঁবুতে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। উদ্যোগে ছিল আশুতোষ কলেজ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, যোগোমায়া দেবী কলেজ ও ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, সহযোগিতায় সেনাবাহিনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, মোহনবাগানের সভাপতি দেবাশিস দত্ত, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যসহ ক্রীড়া ও ময়দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

বাংলাদেশেই ২০২৭ এশিয়া কাপ ! ভারত কি আদৌ খেলতে যাবে? চলছে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ ২০২৭ আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবে প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী বছরের ১৮ জুন থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে বাংলাদেশে ওয়ানডে ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রতিযোগিতায় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং একটি যোগ্যতা অর্জনকারী দল অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে টুর্নামেন্টের ভেন্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বড় প্রশ্ন। ভারতীয় দল আদৌ বাংলাদেশে খেলতে যাবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে ভারতীয় দলের বাংলাদেশ সফরও স্থগিত রয়েছে। ফলে এশিয়া কাপের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ঘোষণা করল হাবাস যুগের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দানে এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল ভক্তদের জন্য দুর্দান্ত খবর। বর্তমান ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ঘোষণা করল তাদের নতুন কোচের নাম। ২০২৬-২৭ মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সিনিয়র পুরুষ ফুটবল দলের নতুন হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন প্রখ্যাত স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ান; আন্তোনিও লোপেজ হাবাস! তিনি ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সফল এবং সম্মানিত একজন কোচ। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে তিনটি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেতাব, যার মধ্যে দুটি কাপ এবং একটি শিল্ড! এছাড়াও তিনি জয় করেছেন একটি আই-লিগ ট্রফি। তবে তাঁর সাফল্য শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাক্তন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ খেলোয়াড় হাবাসের রয়েছে এক বর্ণময় আন্তর্জাতিক ম্যানেজমেন্ট কেরিয়ার। তিনি স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া, সেল্টা ডি ভিগো এবং স্পোর্টিং গিহনের মতো বিখ্যাত ক্লাবগুলির দায়িত্ব সামলেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৯৭ সালের কোপা আমেরিকায় তাঁর নেতৃত্বেই বলিভিয়া জাতীয় দল রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল! নতুন কোচকে স্বাগত জানিয়ে ক্লাবের সভাপতি শ্রী এম. এল. লোহিয়া বলেছেন, ক্ষুহাবাসের কৌশলগত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং জয়ের মানসিকতা তাঁকে আমাদের দলের জন্য এক আদর্শ পছন্দ করে তুলেছে। ইস্টবেঙ্গল শুধুমাত্র একটি ফুটবল ক্লাব নয়, এটি কোটি কোটি মানুষের আবেগ, গর্ব এবং ঐতিহ্যের প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করেন যে কোচ হাবাসও এই মূল্যবোধকে সমানভাবে ধারণ করেন এবং দলকে এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আমাদের নতুন হেড কোচ। এদিকে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দিতে পেরে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তিনি জানিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবের দায়িত্ব পাওয়া তাঁর কাছে এক সত্যিকারের সম্মান। অত্যন্ত উৎসাহ এবং গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন। ক্লাবের লাল-হলুদ ব্যাজকে গর্বের সঙ্গে ধারণ করে, দলের লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণের জন্য একসঙ্গে লড়াই করতে তিনি প্রস্তুত। তিনি বলেন, ক্ষুআর খুব শীঘ্রই, আমাদের এই তিলোত্তমা কলকাতায়, আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

শীঘ্রই ভারতে প্রত্যর্পণ হতে পারে ঋণখেলাপি নীরব মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: ঋণখেলাপি নীরব মোদীকে দেশে ফেরানোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। তেমন সম্ভাবনাই জোরালো হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতে আইনি লড়াইয়ে তাঁর পরাজয় চূড়ান্ত হওয়ার পরই ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এবার দেশে ফেরাতেই হবে মোদীকে।

সূত্রানুসারে, তাঁর সমস্ত আইনি পথ শেষ হয়ে গিয়েছে। এর আগে জানা গিয়েছিল, ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত বিচারাধীন মোদীর মামলার তথ্য প্রকাশ করেনি। কিন্তু এটা জানা গিয়েছে, সেখানে নীরব মোদীর জন্য সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, লন্ডনে লাগাতার আইনি ধাক্কা খাচ্ছেন নীরব। ক'দিন আগেই লন্ডনের হাইকোর্টে পলাতক হীরা ব্যবসায়ী বাহানা দেন, তাঁর জন্য ভারতে ফেরা ঝুঁকির হবে। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি জিজ্ঞাসাবাদের সময় শারীরিক ও মানসিক 'নির্যাতন' চালাতে পারে। এবার ভারতে ফেরা আটকাতে প্রত্যার্পণ মামলাটিকে নতুন করে খোলার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। যদিও সেই আবেদন খারিজ করেছে বিচারপতিদের বেঞ্চ। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এবার সময়ের অপেক্ষা। খুব শিগগির নীরব মোদীকে দেশে ফেরানো হবে।

উল্লেখ্য, পিএনবি-সহ ভারতের একাধিক ব্যাঙ্কে জালিয়াতির পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নীরব মোদী। একইভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আত্মীয় মেহুল চোকসিও।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩০৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৬৭_২০২৬-২৭, তারিখ ০২.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি.ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে নন-ইন্টারলকড এলসি গেটসমূহে রিলে হাট-এর ব্যবস্থা করার কাজ (কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় ৪টি এবং আজিমগঞ্জ- নলহাটি শাখায় ২টি)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,০৭,৯৪,৩৯০.১৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮,১৫,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৭.২০২৬ দুপুর ২ টো।** www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** - ই- টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-191/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-জিইএনএল -১৮৩ -২০২৬-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-জিইএনএল-১৮৩ -২০২৬, তারিখ ০২.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রমুখ যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে তৎসহ যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের নিকট থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ''পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ওয়ার্কশপে (ক) ডব্লুআরএস-III এবং কাসনাব বগি শপের উত্তর দিকে সম্প্রসারণ দ্বারা ওয়াগনসমূহের পিওএইচ-এর স্ট্রিপিং-এর সুবিধা এবং (খ) ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ওয়াগনের দফাসমূহ সঞ্চয়ের এবং কাঁচামাল সঞ্চয়ের সুবিধার উন্নয়নের জন্য শেড নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ।'' **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৬,৮৯,৮৮২.০০ টাকা। **টেন্ডার নথি মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,১৩,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in** -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে দেখতে পাওয়া যাবে।

CON-21/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৭ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

শিক্ষার আধুনিকীকরণ হলে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বাড়বে

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত ৩৪।১৫ ও ৪৯ বছর ধরে যারা পশ্চিম বঙ্গের ক্ষমতায় ছিলো, এবং যারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী তৈরির দায়িত্বে ছিলেন, তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে । তাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার অভাব ছিলো। তারা হয়তো দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিদেশের নামীদামী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন , কিন্তু আমাদের দেশের শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত পাঠ্যসূচী কি তৈরী করতে পেরেছেন। তারা বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজন, আর্থিক অবস্থা, মেধা ইত্যাদি কে অবহেলা করেছেন। ফলে গতানুগতিক শিক্ষায় অভ্যস্ত ছাত্র ছাত্রীরা, সেই শিক্ষা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেনি । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পাঠ্যসূচী নির্মাতারা পাঠ্যসূচী তৈরী করতে গিয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের গিনিপিগে পরিনত করেছে। তার মূল্য চুকাতে হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদেরই। এইতো ক'দিন আগে সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক মোটিভেশনাল বক্তব্য রেখেছেন, যা গত ১৫ বছরে ঐ অনুষ্ঠানে শোনা যায়নি। তিনি বলেছিলেন, বিদেশে যে পাঠ্যসূচী বহুদিন আগে পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা এখনো তাই নিয়ে পরে আছি। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা। এরকমই কিছু ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা সেই প্রজন্ম যারা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম নতুন পাঠ্যসূচীতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম । তখন স্কুলের সাথে সাথে কলেজেও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানো শুরু হয়েছিলো। পাঠ্যসূচীতে এসেছিলো বদল। কয়েক বছর পর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক তুলে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, সেই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিলো । তখনকার দিনের বেশ কিছু শারীর শিক্ষাবিদ উপলব্ধি করেছিলেন স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বে যেসব দেশ খেলাধূলায় পৃথিবী শাসন করে, বা অলিম্পিক গেমসের মতো বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়া উৎসবে পদক তালিকায় উপরের দিকে থাকে, সেই সব দেশে শারীর শিক্ষাকে একশো দেড়শো বছর আগে থেকেই স্কুল গুলিতে গুরুত্বসহকারে প্রথম শ্রেণী থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। শারীর শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের যেমন সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, তেমনি তাদের শারীরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলাপরায়নতা, সময়ানুবর্তিতা, সংঘবদ্ধভাবে চলা, দলগত সংহতি তৈরি করা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, বড়দের মান্যতা দেওয়া, বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থাকা সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো ইত্যাদির সুযোগ মেলে এই একটা মাত্র বিষয়ে। যে বিষয়টিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে স্কুলে পড়ানো দরকার, অথচ সেই বিষয়টি আজ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। শারীর শিক্ষা বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন ক্রীড়া প্রতিভার খোঁজ পাওয়া যায়, অন্যদিকে এই বিষয়ে রয়েছে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ। আজকের বিশ্বে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি ডলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে খরচ করা হয়। এমন একটি বিষয়কে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৪ সালে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো কর্ম শিক্ষাকে। শারীর শিক্ষা ছিলো ৫০ নম্বরের একটি বিষয়। আর তখন পুরো বিষয়টি ছিলো প্র্যাকটিকাল । ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা পড়ানো হতো। থিওরী পড়ানোর ব্যবস্থা না থাকায়, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শারীর শিক্ষার সম্যক ধারনা তৈরি হয়নি। একসময় এই বিষয়টি ছাত্র ছাত্রীদের নম্বর তোলার বিষয় হয়ে দাড়ালো। পাঠ্যসূচী বিষয়ক কমিটি তার কারণ অনুসন্ধান না করে, বিষয়টিকে অপশনাল বিষয় করে দিলো। তারও কয়েক বছর পর বিষয়টির আরো করুন পরিনতি ঘটালো মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অপশনাল বিষয়টির নম্বর মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশীটে যোগ করা বন্ধ করে দিলো। তাই শারীর শিক্ষার যা করুন অবস্থা হওয়ার তাই হলো। ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকরা এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। ২০১১ সাল এলো নতুন সরকার। মমতা ব্যানার্জী মুখ ম্যমন্ত্রী হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শারীর শিক্ষা আবশ্যিক লিখিত এবং ব্যবহারিক বিষয় হিসাবে পড়ানোরর ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচী তৈরি হলো এবং চালু হলো। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা চালু করে দিলো প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, কিন্তু একজন শারীর শিক্ষার শিক্ষকও নিয়োগ করলো না। শারীর শিক্ষা এমন একটি বিষয়, যা শুধু শারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই এই বিষয়টি পড়াতে পারেন। তাই প্রাথমিক স্তরে শারীর শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিষয়টি মুখ থুবড়ে পড়লো। আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে শারীর শিক্ষা চালু হলো বটে, কিন্তু বিষয়টি স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে যার মধ্যে কণ্যাশ্রীর মতো বেশ কিছু অবান্তর বিষয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর গুনগান*অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বইয়ের গুনগত মান স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির মতো না হয়ে, বিপিএড পর্যায়ের সমতুল করতে চাইলো সংশ্লিষ্ট শারীর শিক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটি। ফলে ছাত্র ছাত্রীরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলো না। তদুপরি পাঠ্যসূচীর বহর এতো বাড়ানো হলো, যে একটা ঢাউস আকারের বই পেলো ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা।*আর যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শারীর শিক্ষা চালু হবে, আজ ২০২৬ সালে তার বিদায়ের আগে পর্যন্ত বিষয়টি নবম দশম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা গেলো না। অথচ নবম দশম বাদ দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হলো। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার কোনো উচ্চ শিক্ষাগত (স্নাতকোত্তর),যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো শারীর শিক্ষক নিয়োগ করা হলো না। মাধ্যমিকে যেসব শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিলো, তাদের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষা চালু হলো। কিন্তু অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে সেইসব শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের, উচ্চতর স্কেল দাবী করতে পারবে না বলে অঙ্গীকারপত্ত দিতে হয়েছে। শুধুমাত্র ছাত্র ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে শারীর শিক্ষার শিক্ষকগণ রাজী হয়। কিন্তু আশা করা হয়েছিলো, তাদের হয়তো উচ্চতর স্কেল দেওয়া হবে। না, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার ডেপুটেশন দিয়েছি, কিন্তু কোনো সদর্থক উত্তর মেলেনি। নবম দশম শ্রেণিতে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক লিখিত এবং ব্যবহারিক বিষয় করার জন্য তৎকালীন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কিছু করেননি।* শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের চারটি সরকারি কলেজ আছে আমাদের রাজ্যে। নিয়োগ দুর্নীতির কারণে এবং স্কুল গুলিতে নিয়োগ বন্ধ থাকায় শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের কলেজগুলো রক্ত শূণ্যতায় ভুগছে। একসময় এইসব কলেজে ভর্তির জন্য কয়েক হাজার ফর্ম জমা পড়তো। এখন কলেজগুলোর নির্দিষ্ট ছাত্র পাওয়া যায়না। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কারণে শিক্ষার সাথে যুক্ত সকলের মধ্যে দৃঢ় ধারণা হয়েছে, লেখা পড়া করে কিছু হবেনা ! তাই পশ্চিম বঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ, হুগলি মহিলা সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন, দীনহাটা শারীর শিক্ষা কলেজ আজ শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। এর মধ্যে দীনহাটা শারীর শিক্ষা কলেজ গত সাত বছর ধরে ভর্তি বন্ধ রয়েছে। কারণ তাদের এন সি টি ই-র নর্ম অনুযায়ী তাদের কলেজে অধ্যাপক নেই। আর এর জন্য অধ্যাপক নিয়োগে ব্যর্থ শিক্ষা দপ্তরের জন্য উত্তর বঙ্গের ছাত্র ছাত্রীদের শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষিণ বঙ্গের কলেজগুলিতে আসতে হয়। নতুন সরকার আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। সকলের দাবী গত ১৫ বছরের শিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরানো হোক পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাকে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, নৈতিকতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিকাশে শারীর শিক্ষা বিষয়টি অপরিহার্য। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন*

১) প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে এবং যেসব বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা পড়ানো হয়,সেই সব বিদ্যালয়ে বিপিএড ও এমপিএড ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

২) প্রতিটি স্কুলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডিপ্লোমা কোর্স করা ক্ষয়যোগক্ষ্ম শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

৩) উত্তর ২৪ পরগণার বাণীপুরে ১০০ একর জমির উপর গড়ে ওঠা স্নাতকোত্তর কলেজকে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক।

৪) ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ধর্মীয় উন্মাদনার নিরসন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি গুণের উন্মেষ ঘটানোর জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে কলেজ পর্যন্ত শারীর শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যসূচী এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে ভালো সমাজ গঠন করা হোক।

৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষকগন দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ বেতন কাঠামো থেকে বঞ্চিত। তাদের উচ্চ বেতন কাঠামো দেওয়া হোক।

৬) বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু একজনও শারীর শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। তাই প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে বিপিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শারীর শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষা কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন কোনো শারীর শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ করেনি। তাই স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার স্কুল পশ্চিম বঙ্গ থেকে উঠে গেছে। নিয়োগ বন্ধ থাকায় স্কুলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। শারীর শিক্ষা একটি বিজ্ঞান, কলা,মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ক্রীড়া বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার। এর রয়েছে কর্মসংস্থানের ব্যপক সুযোগ। তাই নতুন কমিটি গঠন করে এই বিষয়টির পুনরুজ্জীবিত করা হোক।

উচ্চশিক্ষার দিশা দেখাতে কলকাতায় প্রি-কাউন্সেলিং ও এডুকেশনাল ফেয়ার

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথচলার দিশা দিতে আয়োজিত এডুকেশনাল ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর উচ্চশিক্ষার সঠিক পথ বেছে নিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তা করতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল প্রি-কাউন্সেলিং ও এডুকেশনাল ফেয়ার। পশ্চিমবঙ্গের পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিক্ষা মেলায় এক ছাদের তলায় উচ্চশিক্ষা, ভর্তি, বৃত্তি এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নানা তথ্য ও পরামর্শ তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. গৌতম পাল, বোর্ডের রেজিস্ট্রার ড. দিব্যেন্দু কর, মাকাউট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তাপস চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনের সভাপতি, জেআইএস গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সর্দার তরণজিৎ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ত্রিপুরার টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী, টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর সহ-সভানেত্রী মানসী রায়চৌধুরী, ড. বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাধারণ সম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য, হেরিটেজ গোষ্ঠীর প্রদীপ আগরওয়াল, ওমদয়াল গোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাগর আগরওয়াল এবং জেআইএস গোষ্ঠীর ডিরেক্টর সিমারপ্রীত সিং। মেলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, ফার্মাসি, ম্যানেজমেন্ট, স্থাপত্য, কম্পিউটার শিক্ষা, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট-সহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক পাঠ্যক্রম নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভর্তি প্রক্রিয়া, বৃত্তির সুযোগ, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান এবং শিল্পক্ষেত্রের বর্তমান চাহিদা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। আয়োজকদের বক্তব্য, শুধু কলেজে ভর্তি নয়, সঠিক বিষয় নির্বাচন থেকে ভবিষ্যতের পেশা পরিকল্পনা-প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও এই শিক্ষা মেলা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিশারি হয়ে উঠেছে।

হালান্ডের জোড়া আঘাতে সাম্বার বিদায়

বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ফের অধরা ব্রাজিলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ষষ্ঠ শিরোপার স্বপ্ন আবারও অপূর্ণই থেকে গেল ব্রাজিলের। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্লিং হালান্ডের দুরন্ত পারফরম্যান্সের সামনে অসহায় দেখাল কার্লো আনচেলোত্তির দলকে। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই মাঠে ভেঙে পড়েন নেইমার, ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা, আর গ্যালারিতে কান্নায় ভেঙে পড়েন হাজার হাজার ব্রাজিল সমর্থক।

ম্যাচের আগে থেকেই ব্রাজিলের সামনে ছিল দুটি বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে নরওয়ের বিরুদ্ধে অতীতের হতাশাজনক রেকর্ড, অন্যদিকে টানা কয়েকটি বিশ্বকাপে ইউরোপীয় দলের কাছে বিদায় নেওয়ার ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত কোনও অভিশাপই কাটাতে পারল না সাম্বা বাহিনী।

খেলার শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও প্রথম বড় সুযোগ পায় নরওয়ে। চতুর্থ মিনিটেই মার্টিন ওডেগার্ড বল জালে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়। সেই ধাক্কা সামলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচে ফেরে ব্রাজিল।

১৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের বক্সে ফাউলের সুবাদে পেনাল্টি পায় তারা। তবে সেই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন ব্রুনো গিমারেজ। তাঁর শট দুর্দান্ত দক্ষতায় রুখে দেন নরওয়ের গোলরক্ষক ওরইয়ান নিল্যান্ড। বহু বছর পর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের পেনাল্টি ব্যর্থতার সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব।

প্রথমার্ধে আরও কয়েকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল ব্রাজিল। বিশেষ করে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের একটি জোরালো শট অসাধারণ সেভ করে নরওয়েকে রক্ষা করেন নিল্যান্ড। অন্যদিকে নরওয়েও পাল্টা আক্রমণে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। তবে দুই দলের রক্ষণই শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধে কোনও গোল হতে দেয়নি।

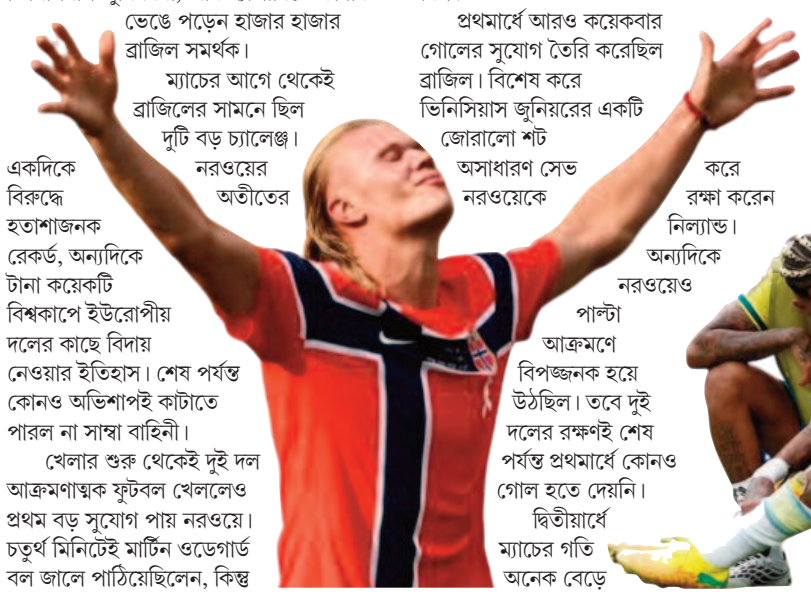

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি অনেক বেড়ে যায়। ব্রাজিল আক্রমণের ধার বাড়াতে একের পর এক পরিবর্তন করে। তরুণ এন্ড্রিককে মাঠে নামানোর পরই একটি সহজ সুযোগ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু একা গোলরক্ষকের সামনে থেকেও তিনি গোল করতে পারেননি।

কিছুক্ষণ পর রায়ানের শটও নিল্যান্ড ফিরিয়ে দেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে নেইমারকেও মাঠে নামান আনচেলোত্তি, কিন্তু তাতেও ম্যাচের চিত্র বদলায়নি।

ব্রাজিল যত বেশি আক্রমণে এগোতে থাকে, ততই তাদের রক্ষণে ফাঁকা জায়গা তৈরি হতে থাকে। সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন আর্লিং হালান্ড। পুরো ম্যাচে তুলনামূলকভাবে নীরব থাকলেও শেষ দিকে নিজের জাত চিনিয়ে দেন নরওয়ের এই তারকা স্ট্রাইকার।

৭৯ মিনিটে দুর্দান্ত হেডে গোল করে নরওয়েকে এগিয়ে দেন হালান্ড। গোল হজম করার পর মরিয়া হয়ে সমতা ফেরানোর চেষ্টা চালায় ব্রাজিল। কিন্তু সেই সুযোগেই আরও একবার আঘাত হানে নরওয়ে। নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে বক্সের বাইরে থেকে শক্তিশালী শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন হালান্ড। তাঁর এই গোল কার্যত ব্রাজিলের বিদায় নিশ্চিত করে দেয়।

অতিরিক্ত সময়ে ব্রাজিল একটি পেনাল্টি পায়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নেইমার গোল করলেও তাতে আর ম্যাচের ভাগ্য বদলায়নি। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে নরওয়ে।

এই হারে আবারও প্রমাণ হয়ে গেল, শুধুমাত্র তারকাখচিত দল থাকলেই বিশ্বকাপ জেতা যায় না। পুরো টুর্নামেন্টে ব্রাজিলের খেলায় ধারাবাহিকতা, গতি এবং সৃজনশীলতার অভাব স্পষ্ট ছিল। অন্যদিকে নরওয়ে পরিকল্পিত ফুটবল, শক্তিশালী রক্ষণ এবং হালান্ডের অসাধারণ ফিনিশিংয়ের জোরে ইতিহাস গড়ল। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ভাইকিংরা।

আর ব্রাজিল? ২০০২ সালের পর আবারও বিশ্বকাপ জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ হলো। হেক্সা জয়ের স্বপ্ন আরও অন্তত চার বছরের জন্য অধরাই থেকে গেল সাম্বা সমর্থকদের কাছে।

দশ জনের ইংল্যান্ডের দুরন্ত লড়াই

মেক্সিকোকে হারিয়ে শেষ আটে হ্যারি কেনরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় সোমবার সকালে ফুটবলপ্রেমীরা দেখলেন রুদ্ধশ্বাস এক লড়াই। লাল কার্ড, দুটি পেনাল্টি এবং মোট পাঁচটি গোল; সব মিলিয়ে আজতেকা স্টেডিয়ামে নাটকের কোনও অভাব ছিল না। শেষ পর্যন্ত দশ জন নিয়ে দীর্ঘ সময় খেলেও ৩-২ গোলে মেক্সিকোকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল ইংল্যান্ড। ম্যাচ শুরুর আগেই নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়েছিল ইংল্যান্ড। ঝড়-বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে খেলা শুরু হয়। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম উচ্চতায় অবস্থিত আজতেকা স্টেডিয়ামের পরিবেশও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে, নিজেদের মাঠে দুর্দান্ত রেকর্ড নিয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল মেক্সিকো। গ্যালারিভর্তি সমর্থকদের প্রবল উৎসাহে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে তারা।

প্রথম দিকে দুই দলই সমান তালে লড়াই করলেও ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় ইংল্যান্ড। ৩৬ মিনিটে জুড বেলিংহ্যাম হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। গোলটির নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অধিনায়ক হ্যারি কেনের, যিনি নিজের দিকে ডিফেন্ডারদের টেনে এনে সতীর্থের জন্য জায়গা তৈরি করেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবারও গোল করেন বেলিংহ্যাম। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই গোল করে ইংল্যান্ডকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি।

তবে এত সহজে হার মানার পাত্র ছিল না মেক্সিকো। দ্বিতীয় গোল হজম করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জুলিয়ান কুইনোনেস ব্যবধান কমিয়ে দেন। এরপর আরও কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি করলেও ইংল্যান্ড গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড দুর্দান্ত সেভ করে দলকে এগিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-১ ব্যবধানে।

বিরতির পর ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। ৫৪ মিনিটে জ্যারেল কুয়ানশা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে দশ জনে নেমে আসে ইংল্যান্ড। তখন মনে হচ্ছিল ম্যাচে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে মেক্সিকো। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই পেনাল্টি থেকে গোল করে ইংল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন।

এরপর পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণে ঝাঁপায় মেক্সিকো। ৬৯ মিনিটে ইংল্যান্ডের বক্সে ফাউলের পর পেনাল্টি পায় তারা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাউল হিমেনেস গোল করে ব্যবধান ৩-২ করেন। শেষ কুড়ি মিনিটে একের পর এক আক্রমণে ইংল্যান্ডের রক্ষণকে চাপে ফেললেও সমতা ফেরাতে পারেনি স্বাগতিকরা।

এই জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেলের। লাল কার্ডের পর তিনি দ্রুত রক্ষণ শক্ত করতে জন স্টোনস, ড্যান বার্ন ও জেড স্পেন্সকে মাঠে নামান। তাঁদের সঙ্গে পিকফোর্ডের অসাধারণ গোলরক্ষণা এবং বেলিংহ্যামের সর্বাঙ্গীণ পারফরম্যান্স ইংল্যান্ডকে শেষ পর্যন্ত জয় এনে দেয়। দশ জন নিয়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট লড়াই করে কঠিন পরীক্ষা উতরে গেল ইংল্যান্ড। মেক্সিকোর আজতেকা দুর্গ জয় করে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ল হ্যারি কেনদের। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের সামনে অপেক্ষা করছে ব্রাজিলকে হারিয়ে চমক দেখানো নরওয়ে।